ইউনিট
৯

সরকারি অর্থব্যবস্থা
Public Finance

অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে অবশ্যই সরকারি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। একটি দেশের সরকারি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ ধারণা থাকলে সহজেই ঐ দেশের অর্থনীতিতে সরকারের সংশ্লিষ্টতার মাত্রা সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। এ ইউনিটে সরকারি অর্থব্যবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ-১এ সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা ও পরিধি, পাঠ-২ এ বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতা, সরকারের ভূমিকা, পাঠ-৩ এ গণদ্রব্যঃ ধারণা ও তত্ত্ব, পাঠ-৪ এ কর ব্যবস্থা এবং পাঠ-৫ এ বাজেট সরকারী ঋণ ও ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

ইউনিট ৯

পাঠ-১ সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা ও পরিধি (Definition and Scope of Public Finance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- সরকারি অর্থ ব্যবস্থার শাখাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- সরকারি অর্থ ব্যবস্থার পরিধি সম্পর্কে বলতে পারবেন

সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা অর্থনীতির এমনকিছু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যাখ্যা করে যেখানে সরকার জড়িত থাকে। এই শাস্ত্র সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করে। সরকারি অর্থ ব্যবস্থা কথাটি সরকার ও অর্থ ব্যবস্থা বা অর্থনীতি এবং রাজনীতির সীমারেখায় অবস্থিত। অধ্যাপক Dalton বলেন, সরকারি অর্থ ব্যবস্থা হলো ঐসব বিষয়সমূহের মধ্যে একটি যা অর্থনীতি ও রাজনীতির সীমারেখায় অবস্থিত। এটি সরকারি কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করে এবং একটির সঙ্গে আরেকটির সমন্বয় সাধন করে।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা রাজনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাছ-বিচার করার সূচনা করে অর্থাৎ কোন কাজটি করা উচিত ও কোনটি করা উচিত নয়- এই প্রশ্নকে সামনে রেখে অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। এজন্য অর্থনীতির এই অংশকে Normative economics বলা হয়। সরকারি অর্থ ব্যবস্থায় তাত্ত্বিক যুক্তি এবং বাস্তবিক বিষয়সমূহকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। কোনো একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে গেলে তার মুখ্য ও আনুষঙ্গিক সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহকে তুলনামূলকভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

De Macro-এর মতে, 'সরকারি অর্থব্যবস্থা রাষ্ট্রের উৎপাদনশীল সেইসব কার্যক্রমকে বিশ্লেষণ করে, যা সম্মিলিত অভাব পূরণের প্রয়াস নেয়।'

Findlay Shirras-এর মতে 'সংক্ষেপে সরকারি অর্থ ব্যবস্থা হলো সরকারি ব্যয় এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের ফান্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত নীতিমালার বিশ্লেষণ।'

আরও অনেক অর্থনীতিবিদ সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিয়েছেন তবে সেসব সংজ্ঞার কোনোটি অস্পষ্ট, কোনোটি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং কোনোটি অত্যন্ত সংকীর্ণ। সব বিষয় বিবেচনা করে আমরা সরকারি অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে অন্যতম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক H. Groves-এর সংজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি, 'সরকারি অর্থব্যবস্থা হচ্ছে অর্থনীতির এমন একটি অংশ যা রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারের আয় ও ব্যয় পর্যালোচনা করে। আধুনিককালে সরকারি অর্থব্যবস্থায় চারটি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত আছে। সরকারি আয়, সরকারি ব্যয়, সরকারি ঋণ এবং রাজস্বনীতি ও রাজস্ব প্রশাসনের মত নীতিসহ সার্বিক রাজস্ব পদ্ধতির কয়েকটি সমস্যা।' সুতরাং বলা যায় সরকারি অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সব ধরনের আয়, ব্যয়, ঋণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা ও তাদের সমাধানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থার পরিধি

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা Adam Smith কথিত (invisible hand) বা Laissez faire ধারণার বিপক্ষে উত্থাপন মতের দ্বারা গঠিত। যেখানে সরকার একটি নীরব যন্ত্র নয়, বরং সরকার একটি শক্তিশালী চালিকা শক্তি। সরকার জনগণের সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ সৃষ্টির জন্য কোনো অংশে কম দায়ী নয়। কাজেই সরকারি অর্থব্যবস্থা জনকল্যাণকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা শুধু সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের ধরন নিয়ে ব্যাখ্যা করে না, প্রয়োজনবোধে ঋণের সরবরাহ কোথা থেকে আসবে এবং কিভাবে তা ব্যয় করা হবে তা নিয়েও ব্যাখ্যা করে।

বর্তমান বিশ্বে দরিদ্র দেশসমূহের দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র (Vicious Circle of Poverty) ভেঙে ফেলার জন্য সরকারি আয়-ব্যয় প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। Low Level equilibrium trap কাটিয়ে ওঠার জন্য অর্থনীতিবিদদের কথিত Minimum Critical Effort গ্রহণের দায়িত্ব সরকারি আয়-ব্যয়ের; যা সরকারি অর্থ ব্যবস্থায় নির্ধারণ করা হয়।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা তিনটি শাখায় (Branch) বিভক্ত :

(i) Allocation branch
(ii) Distribution branch
(iii) Stabilisation branch

(র) Allocation branch অর্থনীতিতে বিভিন্ন উৎস থেকে কিভাবে আয় আসবে; কোন খাত থেকে কতটুকু আয় আসবে তা ব্যাখ্যা করে।

সামাজিক দ্রব্য যথা : প্রতিরক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, রাস্তা-ঘাট, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্য কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা কাম্যভাবে নির্ধারণ করাই Allocation branch-এর কাজ।

(ii) অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধির স্বার্থে সরকারের রাজস্ব ব্যয় বিভিন্ন খাতে বন্টন করাই Distibution branch-এর দায়িত্ব।

(iii) অন্যদিকে Stabilisation branch-এ কিভাবে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ বজায় রাখা যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন অবস্থা রোধ করা যায় তা ব্যাখ্যা করে।

বর্তমানকালে বিভিন্ন কারণে সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আধুনিককালে সরকারি অর্থব্যবস্থা শুধু সরকার কিভাবে আয় করে এবং কিভাবে তা ব্যয় করে তা আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয় না। সরকারের আয়-ব্যয় নীতি, জাতীয় উৎপাদন, অর্থ সম্পদের বন্টন, বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ইত্যাদিকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে তাও এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এক কথায়, সরকারি আয়-ব্যয়ের অন্তর্নিহিত যাবতীয় অর্থনৈতিক উপাদান এবং এর প্রতিক্রিয়াসমূহও সরকারি অর্থ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এ শাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে রাজস্বনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নকেই পর্যালোচনা করে। সরকারি অর্থ ব্যবস্থায় মূলত পাঁচটি বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

১। সরকারি আয় (Government Revenue) :

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পদ্ধতিসমূহ এবং করের নীতিমালা নিয়ে ব্যাখ্যা করে।

২। সরকারি ব্যয় (Government Expenditure) :

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা সরকারি ব্যয়ের নীতি এবং সরকারি ব্যয়ের প্রভাবসমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করে।

৩। সরকারি ঋণ (Public Debt) :

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা সরকারি ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি এবং সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে পর্যালোচনা করে।

৪। আর্থিক পরিচালনা (Financial Management) :

সরকারি অর্থব্যবস্থার একটি অংশে সরকারের বাজেট প্রণয়ন এবং হিসাব-নিকাশসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৫। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (Economic Stability) :

সরকারি অর্থ ব্যবস্থার একটি অংশে রাজস্বনীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উপসংহারে, আমরা বলতে পারি, এটা অর্থনীতির এমন একটি অংশ যেখানে সরকারের আয়-ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের দ্বারা জনগণের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি করে আয়, নিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন অবস্থা প্রতিরোধ করতে কি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা উচিত আর কোনটি উচিত নয়, তা ব্যাখ্যা করে।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. সরকারি অর্থ ব্যবস্থা শুধু সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের ধরন নিয়ে ব্যাখ্যা করে। সত্য/মিথ্যা
২. সামাজিক দ্রব্যের জন্য কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা কাম্যভাবে নির্ধারণ করাই Allocation Branch-এর কাজ। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকারি অর্থ ব্যবস্থা কয়টি শাখায় বিভক্ত? লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা ও পরিধি আলোচনা করুন।

পাঠ-২ বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতা, সরকারের ভূমিকা
(Failure of Market Economy, Role of Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতার ধরন বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- সরকারি অর্থ ব্যবস্থার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে

ভূমিকা

ক্লাসিক্যাল অবাধ বাজার ব্যবস্থা ধারণাটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। যেখানে-

(১) অসংখ্য ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতা
(২) সমজাতীয় দ্রব্য
(৩) উৎপাদন ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের অধিকার
(৪) বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান
(৫) সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না
(৬) উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতা এবং
(৭) পরিবহন খরচ নেই

শর্তসমূহ ধরে নেওয়া হয়, এর প্রেক্ষিতে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে সম্পদের কাম্য বন্টন নিশ্চিত করবে। দক্ষ বন্টন হলো এমন অবস্থা যখন কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে অন্যের কল্যাণ বাড়ানো যায় না। অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল অবাধ বাজার ব্যবস্থা পেরেটোর কাম্যতার শর্ত পালন করে। গণ দ্রব্য না থাকলে, পরিবহন খরচ শূন্য হলে এবং একচেটিয়া কারবার না থাকলে ভোক্তা ও উৎপাদকদের মধ্যে দ্রব্য উপস্থিত থাকে, তবে বাজার ব্যবস্থা কার্যকর হবে না। অন্যদিকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার শর্তসমূহের লংঘন ঘটলে দক্ষ বন্টন নিশ্চিত হয় না। আবার কোনো সময় সব শর্ত বিদ্যমান থেকে গণ দ্রব্য অবর্তমান থাকলেও বাজার ব্যবস্থা দক্ষ সম্পদ বন্টনে ব্যর্থ হয়। একে অনেকেই বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা বলে উল্লেখ করেন। প্রকৃত পক্ষে এটি বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা বলার চেয়ে বাজার তত্ত্বের ব্যর্থতা বলাই শ্রেয়; বাজার তত্ত্ব ব্যাখ্যায় অনেক জটিল উপাদানকে বর্জন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতার ধরন ঃ

১. অনুমিত শর্তের অবাস্তবতা ঃ

যেসব অনুমিত শর্ত নেয়া হয়েছে তা বাস্তবে খুঁজে পাওয়া কঠিন। বাস্তবে একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা, ডুয়োপলি ও অলিগোপলি বাজার ব্যবস্থার প্রাধান্য বেশি। তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতার ভারসাম্যের যে শর্তসমূহ থাকা প্রয়োজন তা বাজার ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় না। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম থাকে বেশি ও উৎপাদন হয় কম। তাই অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাজার তত্ত্ব ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় সরকার একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা দাম কম এবং উৎপাদন বেশি করতে সহায়তা করে। অথবা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাধাসমূহ দূরীকরণ করতে পারে।

২. পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও Externalities :

সম্পদের কাম্য বন্টন বলতে স্বীকার করা হয় চাহিদা ও যোগান রেখাসমূহে ভোক্তাদের প্রকৃত পছন্দ এবং উৎপাদনকারীদের প্রকৃত খরচের প্রতিফলন ঘটবে। বাস্তবে অনেক দ্রব্যের চাহিদা রেখায় ভোক্তাদের প্রকৃত পছন্দের প্রতিফলন ঘটে না। যেমন একজন একটি ফ্ল্যাট বাড়ির একাংশ ভাড়া নিতে চায়। ফ্ল্যাটের আয়তন ও আকৃতি অনুসারে ভাড়া নেয় এবং খাজনা প্রদান করে। ফ্লাটের নিচ তলায় একটি ফুলের বাগান থাকায় (অন্যের বাগান) ফ্ল্যাটের চাহিদা রেখায় যে কল্যাণ প্রকাশ করে তা ফুল বাগানের কল্যাণ বিবেচনা করে না। বাজার চাহিদা রেখা ভোক্তাদের প্রকৃত পছন্দ প্রকাশ করতে পারে না। ধনাত্মক বহিস্থ ভোগ প্রভাব থাকলে প্রকৃত পছন্দের বাজার চাহিদা রেখা থাকে দৃশ্যমান বাজার চাহিদা রেখার ওপরে।

৩. আয় বন্টনে বাজার ব্যর্থতা :

ধরা যাক প্রতিটি বাজারে প্রকৃত পছন্দ ও প্রকৃত খরচের প্রতিফলন দ্বারা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে উঠলো। এরপর প্রত্যেক উৎপাদনকারী মুনাফা সর্বাধিক করবে এবং উপাদানসমূহের উৎপাদনশীলতা অনুসারে মূল্য প্রদান করা হবে। কিন্তু চালাক, শক্তিশালী, পরিশ্রমী, দক্ষ, বিশেষজ্ঞ, পৈতৃক সম্পদের অধিকারীদের আয় বাজার প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি। আবার বোকা, অলস ও অদক্ষদের আয় বাজার প্রক্রিয়ায় অনেক কম হবে। এ অবস্থায় সমাজের আয় বৈষম্য প্রকট রূপ ধারণ করবে। বাজার ব্যবস্থা এ সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রগতিশীল কর ও ব্যয় প্রক্রিয়ায় এরূপ সমাজে বন্টনে সমতা আনা সম্ভব।

৫. গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার তত্ত্বের ব্যর্থতা :

অনেক পণ্য ও সেবা থাকে যা জনগণ উৎপাদন করে না; কিন্তু ভোগ করে। যা গণ দ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এরূপ দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হলো : (১) অবিভাজ্য দ্রব্য, (২) সম্মিলিত ভোগের সুযোগ এবং (৩) প্রান্তিক খরচ শূন্য। যেখানে বাজার তত্ত্ব পণ্য মূল্য নির্ধারণে ব্যর্থ হয়। সেখানে বাজার তত্ত্বের সংশোধন করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। নিচের ছকে দেখানো হলো।

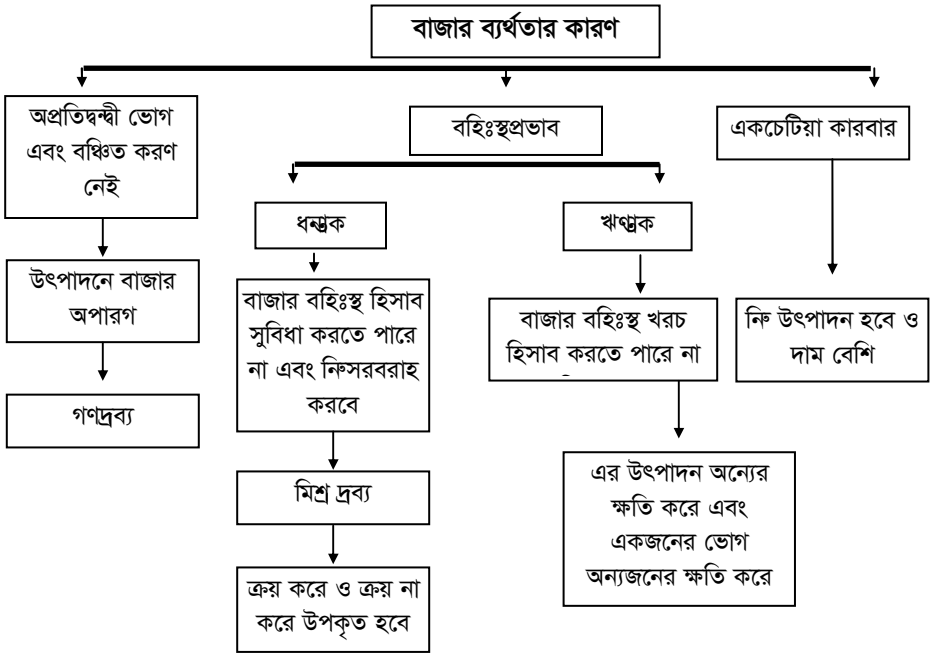

Laissez-Faire ধারণা :

Laissez-Faire ধারণাটি সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রে বিকশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণই Laissez-Faire-এর প্রবক্তা। এর মধ্যে Graham Summer-ই Laissez-Faire-এর দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তারা স্বীকার করেন, সম্পদের অধিকার থাকবে প্রগতিশীল উৎপাদকের। উচ্চ মেধাসম্পন্ন, সম্পদশালীরাই অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। সরকার সীমিত পরিসরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্যই সরকার কর আরোপ করবে।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন, রাষ্ট্রীয় ব্যয় মানেই অনুৎপাদনশীল ব্যয়। ব্যক্তিগত ব্যয় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদনশীল। সুতরাং সরকারি ব্যয় মেটানোর জন্য কর ধার্য করলে সমাজের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে। কেননা কর ব্যক্তিগত কর্মোদ্যমসহ সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন করে। প্রখ্যাত ফরাসি অর্থনীতিবিদ জে. বি. সে (J. B. Say) বলেছিলেন, সব আর্থিক পরিকল্পনার মধ্যে স্বল্প ব্যয় উত্তম এবং সকল প্রকার করের মধ্যে সেটি উত্তম যার পরিমাণ সবচেয়ে কম। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী কোনো কোনো ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ তাই অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যেটুকু ব্যয়ের প্রয়োজন তাকে সরকারি ব্যয় ও করের সীমা হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদরা সরকারি ব্যয় ও কর সম্পর্কে উপর্যুক্ত মতবাদ গ্রহণ করেননি। তাঁদের মতে, প্রতিটি কর খারাপ এইরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই। যেমন মাদক দ্রব্যের ওপর উচ্চহারে আরোপিত কর এর ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে মদে আসক্ত ব্যক্তিদের জীবনমাত্রার মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির তুলনায় সরকার অধিকতর উৎপাদনশীলভাবে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনের জন্য সরকারি ব্যয় নিঃসন্দেহে সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধি করে। তবে যেকোনো সরকারি ব্যয় উত্তম নয়। যেমন- অপ্রয়োজনে যুদ্ধের জন্য ব্যয় নিঃসন্দেহে সমাজের জন্য অকল্যাণকর।

সুতরাং দেখা যায় ব্যয় ও করের তুলনামূলক প্রতিক্রিয়া বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা ব্যতীত সরকারি অর্থ ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য প্রকাশ করা যায় না। তবে এ কথা বলা যায়, সরকারি আয় ও ব্যয় নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে সমাজ এটা থেকে সর্বাধিক সুবিধা বা তৃপ্তি অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি যেমন সর্বাধিক সুবিধা অর্জন করতে চায়, সেরূপ সরকারেরও উচিত তার কর ও ব্যয় নীতি এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে সমাজ সর্বাধিক কল্যাণ স্তরে পৌঁছাতে পারে। আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্র অবশ্য এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এর আয়-ব্যয় নীতি পরিচালনা করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে সরকারি আয়ব্যয় নীতি সমাজের কল্যাণ সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সরকারি আয় ও ব্যয়ের পরিবর্তন সমাজের এক শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে অন্য শ্রেণীর লোকের কাছে ক্রয় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে। আবার সম্পদের ব্যবহারিক উৎস স্থানান্তর করে উৎপাদনের প্রকৃতি ও কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। তদুপরি এ উভয় নীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের পরিবর্তন করে থাকে। এসব পরিবর্তন যদি সামগ্রিকভাবে সামাজিক সুবিধা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হতে সাহায্য করে তবে সরকারের আয় ও ব্যয় কার্যক্রম উত্তম এবং গ্রহণযোগ্য।
সর্বাধিক সামাজিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি আয়-ব্যয় নীতি নিম্নোক্তভাবে পরিচালনা করা দরকার :

(i) সরকারি ব্যয়ের সামাজিক সুবিধা ক্রমহ্রাসমান অথচ করের সামাজিক ব্যয় / ভার / ত্যাগ ক্রমবর্ধমান। এজন্য আয় ও ব্যয় এমন স্তরে নির্ধারণ করা উচিত যাতে ব্যয়ের প্রান্তিক সামাজিক সুবিধা করের প্রান্তিক ত্যাগ বা ব্যয়ের সমান হয়।
(ii) সরকারি ব্যয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনভাবে বন্টন করতে হবে যাতে প্রত্যেক উৎস থেকে প্রান্তিক সামাজিক সুবিধা সমান থাকে।
(iii) করভার বিভিন্ন উৎসের মধ্যে এমনভাবে বন্টন করা দরকার যে, প্রতিটি উৎসের প্রান্তিক সামাজিক ভার/ত্যাগ সমান হয়।
বাস্তবে অবশ্য ত্যাগ বা সুবিধা পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব। এজন্য অধ্যাপক H. Dalton ও U.K. Hicks মনে করেন, সরকারি আয়-ব্যয় কার্যক্রম যদি (i) উৎপাদন ও ভোগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন; (ii) বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস (iii) পূর্ণ নিয়োগ অর্জন এবং (iv) অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় ইত্যাদি উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে তবে সর্বাধিক সামাজিক সুবিধা অর্জিত হয়েছে বলে মোটামুটিভাবে ধরে নেয়া যায়।

উৎপাদন ও ভোগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন

উৎপাদন ও ভোগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন মূলত সম্পদের কাম্য বন্টনের ওপর নির্ভর করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে মনোপলি বা ওলিগোপলির অস্তিত্ব থাকলে অনেক সময় সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী পণ্য অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হতে পারে। তেমন অবস্থায় সরকার কর বা ভর্তুকি নীতি প্রয়োগ করে সম্পদের বন্টন কাম্য স্তরে উন্নত করতে পারেন যাতে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কেননা তেমন অবস্থায় সামাজিক কল্যাণ উচ্চতর স্তরে পৌছতে পারে।

আয় বন্টনে বৈষম্য হ্রাস

সামাজিক সুবিধা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছানোর জন্য সরকার সমাজের আয় বৈষম্য দূরীকরণে কর বা ব্যয় নীতি প্রয়োগ করতে পারেন। প্রগতিশীল কর নীতির মাধ্যমে সরকার এই উদ্দেশ্য কিভাবে সাধন করতে পারেন তা নিচের সারণিতে নির্দেশ করা হলো ঃ

বিবেচ্য লোকদের শ্রেণী	আয়স্তর (টাকা)	করের হার	কর প্রদানের পরিমাণ	কর প্রদানের পর আয়স্তর	পূর্ববর্তী বৈষম্য	পরবর্তী বৈষম্য
A	১০,০০০	৩৫	৩৫০০০	৬৫০০	-	-
B	৭,০০০	২৫	১৭৫০	৫২৫০	৩০০০	১২৫০০
C	৪,০০০	১২	৪৮০	৩৫২০	৩০০০	১৭৩০
D	২,০০০	১০	২০০	১৮০০	২০০০	১৭২০
E	১,০০০	০	-	১০০০	১০০০	৮০০

সারণি থেকে বোঝা যায়, সরকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আয় বৈষম্যের পরিধি প্রগতিশীল কর নীতির মাধ্যমে হ্রাস করতে পারে। অন্যদিকে করলব্ধ আয় সমাজের দূর্বল লোকদের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করতে পারে। এই দ্বিমুখী সরকারি কার্যক্রম সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধির সহায়ক।

পূর্ণ নিয়োগ অর্জন

যেসব দেশে বাজার ব্যবস্থায় অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বর্তমান, সেখানে সরকারের আয়-ব্যয় নীতির মাধ্যমে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ অর্জনে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা

পূর্ণ নিয়োগ স্থিতিশীল পর্যায়ে ধরে রাখার ওপর সামাজিক কল্যাণের স্তর অনেকটা নির্ভর করে। সরকারের বিভিন্ন আর্থিক হাতিয়ার-যেমন কর, ব্যয়, ভর্তুকি ইত্যাদির সাহায্যে উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন মুদ্রাস্ফীতির সময় উদ্বৃত্ত বাজেট এবং মুদ্রা সংকোচনের সময় ঘাটতি বাজেটের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় সরকার অর্থ ব্যবস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে অনুসরণ করলে এটা সামাজিক সুবিধা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত করতে সক্ষম হতে পারে।

• পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য-মিথ্যা

১. অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাজার তত্ত্ব ব্যর্থ হয়। সত্য/মিথ্যা
২. সরকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আয় বৈষম্যের পরিধি প্রগতিশীল কর নীতির মাধ্যমে বৃদ্ধি করে থাকে।সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার তত্ত্বের ব্যর্থতা কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাজার তত্ত্বের ব্যর্থতার ধরন কি?
২. বাজারের ব্যর্থতায় সরকারি অর্থব্যবস্থার ভূমিকা আলোচনা করুন।

পাঠ-৩ গণদ্রব্য : ধারণা ও তত্ত্ব (Public Goods : Concept and Theory)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যক্তিগত দ্রব্যের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- সামাজিক বা গণদ্রব্যের বর্ণনা করতে পারবেন
- গণদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- স্যামুয়েলসনের পণ্য বিভাজন মডেল বর্ণনা করতে পারবেন।

অধ্যাপক R.A.Musgrave দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে দ্রব্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন, যা সরকারি অর্থব্যবস্থায় খুবই গুরুত্ব রাখে। তিনি দ্রব্যকে-

(i) ব্যক্তিগত দ্রব্য

(ii) সামাজিক বা গণদ্রব্য

(iii) Quasi-social goods হিসেবে বিভক্ত করেন।

এসব দ্রব্যসমূহের দাম নির্ধারণ, কাম্য বন্টন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সরকারি অর্থ ব্যবস্থার আলোচনায় স্থান পায়। প্রাথমিকভাবে এ তিন ধরনের দ্রব্যের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ক) ব্যক্তিগত দ্রব্য (Private goods) ঃ

ব্যক্তিগত দ্রব্য বলতে আমরা এমন সব দ্রব্যকে বুঝি যে দ্রব্যগুলো একজন ব্যক্তি অবাধে উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে। দ্রব্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য থাকে। একজন ভোক্তা বা পরিবার অবাধে ভোগ করতে পারে। একজনের ভোগ বৃদ্ধি অন্যজনকে বঞ্চিত করবে। একটি শাড়ি, একটি ফ্রিজ, একটি সিগারেট, বাজারের সবচেয়ে বড় মাছটি- ব্যক্তিগত দ্রব্যের উদাহরণ।

১. ব্যক্তিগত দ্রব্যের মূল্য বাজারে চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা নির্ধারিত হবে। যেখানে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ=দাম এবং দাম=প্রান্তিক খরচ শর্ত (P=MC) সাপেক্ষে চাহিদা= যোগান (D=S) শর্ত পালিত হবে। বাজার ব্যবস্থা এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে কার্যকর।

২. দ্রব্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য বা Degree of jointness হলো শূন্য।

৩. এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে বঞ্চিতকরণ নীতি তথা Principle of Exclusion প্রযোজ্য। একজনের ভোগ দ্বারা অন্যজন বিতাড়িত হয়। একটি বড় ইলিশ মাছ বাজারে দশজন ক্রেতা পছন্দ করল, একজন কিনল, বাকি নয়জন বঞ্চিত হবে। তাই বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বঞ্চিতকরণের মাত্রা বা Degree of Exclusion হল '১'-এর সমান।

৪. এরূপ দ্রব্যের ক্ষেত্রে একজন উৎপাদনকারী দ্বারা অন্য উৎপাদনকারী প্রভাবিত হয়।

৫. ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীরা মুনাফা প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। মুনাফা আছে উৎপাদন হবে; মুনাফা নাই, উৎপাদন হবে না।

৬. ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে Externality থাকতে পারে। ভোগ এবং উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রে Externality থাকা স্বাভাবিক।

(খ) সামাজিক বা গণদ্রব্য (Social or Pure public goods) ঃ

সামাজিক দ্রব্য বা গণদ্রব্য বলতে আমরা এমন সব দ্রব্যকে বুঝে থাকি যে দ্রব্যগুলো সমাজের প্রত্যেকেই সম্মিলিতভাবে ভোগ করে। এরূপ দ্রব্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য নয়। এগুলো বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত হয়, যা প্রত্যেক ভোক্তা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে। যেমন- দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তি বা শিল্পপতির একটি করে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হতো। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকায় এরূপ প্রতিরক্ষার ফলাফল সবাই ভোগ করে। অনুরূপভাবে পুলিশ, বিডিআর, ফায়ার সার্ভিস, একটি মহাসড়ক প্রকৃত গণদ্রব্য। গণদ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন-

১. গণদ্রব্য যৌথভাবে ভোগ করা হয়। সকল ব্যক্তির সমান অধিকার থাকে। সেখানে Degree of jointness '১'-এর সমান। বেশি বেশি অর্থ দ্বারা বেশি ভোগ করা যায় না। এসব দ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য নয়।

২. গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে Principle of Exclusion কার্যকর নয়। গণদ্রব্যের ভোগ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। এসব দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় না। গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে Degree of Exclusion হলো শূন্য-এর সমান।

৩. গণদ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয় MCi(Y)=0 বা শূন্য থাকে। তবে সুযোগ খরচ শূন্য নয়।

৪. গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার তত্ত্ব কার্যকর হয় না। ব্যক্তিগত দ্রব্যের মূল্য যেভাবে নির্ধারণ করা হয় গণদ্রব্যের বেলায় তা কার্যকর নয়।

৫. গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনে বহিস্থ প্রভাব থাকবে ও ভোগের ক্ষেত্রে তা থাকে না। একজনের ভোগ দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত হয় না বলেই এই সুবিধা বিদ্যমান থকে।

৬. গণদ্রব্যের উৎপাদন প্রায়ই বৃহদায়তন। তাই উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান খরচ অবস্থা থাকতে পারে।

৭. গণদ্রব্যের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজকল্যাণ বৃদ্ধি করা।

(গ) Quasi-Social goods ঃ

কিছু কিছু দ্রব্য বা সেবা আছে যা সরকার সরবরাহ করে। তবে এক্ষেত্রে একজনের ভোগ অন্যজনকে বঞ্চিত করতে পারে। সমাজের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে এ ধরনের সেবা ও দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এ দ্রব্য বা সেবাসমূহ সমাজের জন্য প্রয়োজনীয়, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সরবরাহ করা হলেও জনগণের জন্য পুরো কল্যাণ দিতে পারে না। এগুলো গুণগত ও পরিমাণগতভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য হতে পারে। সরকারি স্কুলে লেখা-পড়া সীমিত আসনের। স্বল্প মূল্যে ছাত্রদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা, স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা বিভাজ্য প্রকৃতির বা যিনি বেশি অর্থ দেবেন তিনি কেবিনে থাকবেন এবং যিনি কম অর্থ দেবেন তিনি সাধারণ বেডে থাকবেন। অনুরূপ সরকারি আবাস ভূমি, 'সরকারি লেক, সবই Quasi-Public goods। তাই Quasi-Public goods-এর ক্ষেত্রে Degree of jointness কম এবং Exclusion বেশি। এ ধরনের দ্রব্যের মধ্যে Publicness যেমন আছে, তেমনি Privatenessও আছে।

গণদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া (স্বেচ্ছা বিনিময় তত্ত্ব)

গণদ্রব্যের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা মূল্য নির্ধারণে জটিলতা সৃষ্টি করে।

প্রথমত : গণদ্রব্য যৌথ পণ্য, তথা অবিভাজ্য পণ্য। যে জন্য কোনো ভোক্তা কম এবং কোনো ভোক্তা বেশি ভোগ করতে পারে না। সবাইকে সমান ভোগ করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ এগুলো সম্মিলিতভাবে ভোগ করা হয়। যেজন্য একজনের ভোগ দ্বারা অন্যজনের ভোগ প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ Principle of Exclusion কার্যকর হয় না এবং

তৃতীয়ত : এর প্রান্তিক খরচ প্রায়ই শূন্য হয়।

এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে ব্যক্তিগত দ্রব্যের মতো গণদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। এর প্রেক্ষিতে গণদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে H. R. Bowen এবং Eric Lindahl স্বেচ্ছা বিনিময় তত্ত্ব (Voluntary Exchange Principle) প্রদান করেন। ব্যক্তিগত দ্রব্যের বাজার চাহিদা রেখা আনুভূমিকভাবে যোগ করে পাওয়া যায়। গণ দ্রব্যের বাজার চাহিদা রেখা এভাবে পাওয়া যায় না। গণদ্রব্যের বাজার চাহিদা রেখা উলম্বভাবে (Vertical) যোগ করে অঙ্কন করেন Bowen। তিনি দ্রব্যের পরম মূল্যের প্রেক্ষিতে দ্রব্যের চাহিদা প্রকাশ করেন। যাকে 'Bowen scale' বলে। অন্যদিকে Lindhahl দ্রব্যের মূল্যের আপেক্ষিক শেয়ারকে বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ করেন যাকে Lindahl scale বলে। Bowen ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাকে উলম্বভাবে (Vertical) যোগ করে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করেন। গণদ্রব্য ভেঙে বিক্রয় করা যায় না বলেই এরূপ করা হয়।

Bowen Model-এর রেখা চিত্র প্রকাশ ঃ

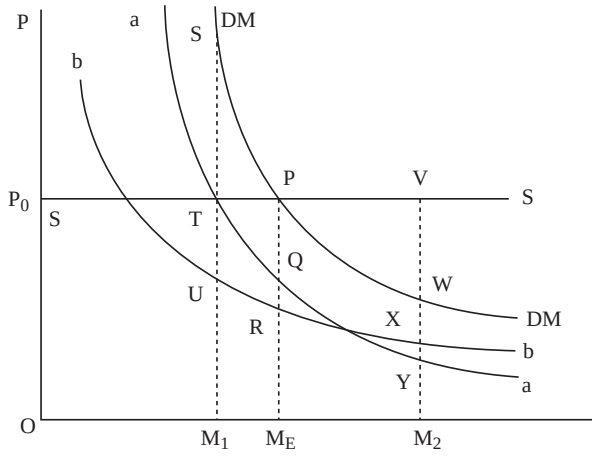

চিত্র ৯.১ : Bowen Model

চিত্র ৯.১এ লম্ব অক্ষে গণদ্রব্যের দাম ও ভূমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়েছে। যখন aa ও bb হলো A ও B ব্যক্তির চাহিদা রেখা, যাকে Vertical যোগ করে ($M_1U+M_1T=M_1S_1$, $M_ER+M_EQ=M_EP$,

$M_2Y+M_2X=M_2W$) বাজার চাহিদা রেখা আঁকা হয়েছে। অন্যদিকে গণদ্রব্যের যোগান স্থির খরচের সম্মুখীন বলে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল যোগান রেখার দ্বারা $M_EP=0P$ দাম নির্ধারিত হয়। Bowen- এর মতে, M_E পরিমাণ উৎপাদন হবে। OM_1 উৎপাদন হলে চাহিদা দাম যোগান দামের চেয়ে বেশি। ফলে দ্রব্যের পরিমাণ বাড়বে। আর OM_2 উৎপাদন হলে চাহিদা দাম যোগান দামের চেয়ে কম। ফলে দ্রব্যের পরিমাণ কমবে। কাজেই M_E উৎপাদনে M_EP দামের B অংশ M_EQ ভোক্তা এবং M_EQ অংশ A ভোক্তা বহন করবে। এভাবে গণদ্রব্যের দাম নির্ধারিত হবে।

Lindhal model (Voluntary Exchange theory) ঃ

ধরা যাক, সমাজে দু'জন ব্যক্তি A ও B। সবাই X, Y দুটি ব্যক্তিগত দ্রব্য এবং g একটি গণদ্রব্য ভোগ করে।

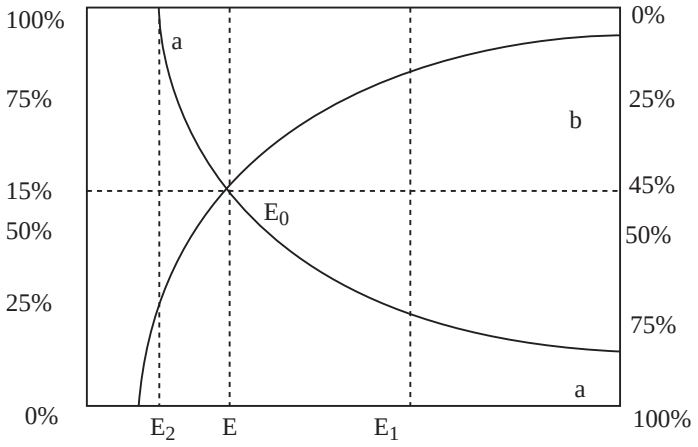

চিত্র ৯.২ : Lindhal Model

চিত্র ৯.২এ aa হল A ব্যক্তির গণদ্রব্যের চাহিদা রেখা এবং bb হলো B ব্যক্তির চাহিদা রেখা। বাম দিকে উলম্বভাবে B ব্যক্তি কত অংশ বহন করতে চায় তা দেখানো হয়েছে। ডানদিকে উলম্বভাবে B ব্যক্তি ওপর থেকে নিচের দিকে কতটুকু অংশ বহন করতে চায় তা দেখানো হয়েছে। দুটি রেখা নিচের ভূমি ও ওপর দিকে ভূমি অক্ষে গণদ্রব্যের চাহিদা পরিমাপ করে। E_2 দ্রব্যের ক্ষেত্রে A ব্যক্তির ১০০% কর বা মূল্য প্রদান করতে চায় এবং B ব্যক্তি চায় ৭৫%; ফলে ১৭৫% মূল্য প্রদান করতে প্রস্তুত।
কাজেই গণদ্রব্যের চাহিদা বেশি ও দ্রব্য বাড়বে। আবার E_1 দ্রব্যের ক্ষেত্রে A বহন করতে চায় ২৫% ও B বহন করতে চায় ২৫% অর্থাৎ মোট ৫০% ব্যয় বহন করতে প্রস্তুত। কাজেই গণ দ্রব্যের পরিমাণ কমবে। E পরিমাণ দ্রব্য A ব্যক্তি ৫৫% এবং B ব্যক্তি ৪৫% বহন করতে চায় যা ১০০%-এর সমান। কাজেই OE_0 ভারসাম্য গণদ্রব্য। এভাবে গণদ্রব্যের মূল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্কেলকে Lindhal Scale বলে। এ তত্ত্বে যে ব্যক্তি যতটুকু কল্যাণ ভোগ করে সে ততটুকু মূল্য প্রদান করবে।

স্যামুয়েলসনের পণ্য বিভাজন মডেল (সাধারণ ভারসাম্যের মাধ্যমে গণদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ) ঃ

Paul Samuelson ১৯৫৫ সালে 'The Review of Economics and Statistics'-এ তার পণ্য বিভাজন মডেল ব্যাখ্যা করেন। Exclusion cost or Transaction cost শূন্য অবস্থায় গণদ্রব্য ও ব্যক্তিগত দ্রব্যের দক্ষ বন্টন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায় তিনি সাধারণ মডেল ব্যবহার করেন। যেখানে গণদ্রব্য ও ব্যক্তিগত দ্রব্যের পার্থক্য, উৎপাদন সম্পর্ক এবং খরচ বহন প্রক্রিয়া এই মডেলে ব্যাখ্যা করা হয়। একই সঙ্গে গণদ্রব্যের ব্যবহার দ্বারা সমাজকল্যাণ বৃদ্ধি পাবে; কমবে না। এটি সাধারণ ভারসাম্যের মাধ্যমে প্রদান করেন।

স্যামুয়েলসন বিশুদ্ধ গাণিতিক ও জ্যামিতিক পদ্ধতিতে তার পণ্য বিভাজন মডেল ব্যাখ্যা করেন। এই পণ্য বিভাজন মডেলটি চিত্রের মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন। চিত্র ৯.৩ এ ক ও গ চিত্রের মাধ্যমে স্যামুয়েলসনের মডেলটি ব্যাখ্যা করা হলো। ধরা যাক ভোক্তাদের পছন্দ অপেক্ষক দেয়া আছে। ক চিত্রে লম্ব অক্ষে গণদ্রব্যের পরিমাণ এবং ভূমি অক্ষে ব্যক্তিগত দ্রব্যের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। EF হলো ব্যক্তিগত ও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। দেয় দ্রব্য দুটি A ও B ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করা হবে। গণ দ্রব্যের কল্যাণ প্রচলিত আয় বন্টন থেকে পরিমাপ করা সম্ভব। ব্যক্তিগত পণ্যের আকারে A ব্যক্তির আয় হলো OC এবং B ব্যক্তির আয় হলো CD। সমাজের মোট আয় হলো OC+OD=OE পরিমাণ। OE মোট আয়ে A ব্যক্তির শেয়ার হলো OC/OE এবং B ব্যক্তির শেয়ার হলো OD/OE।

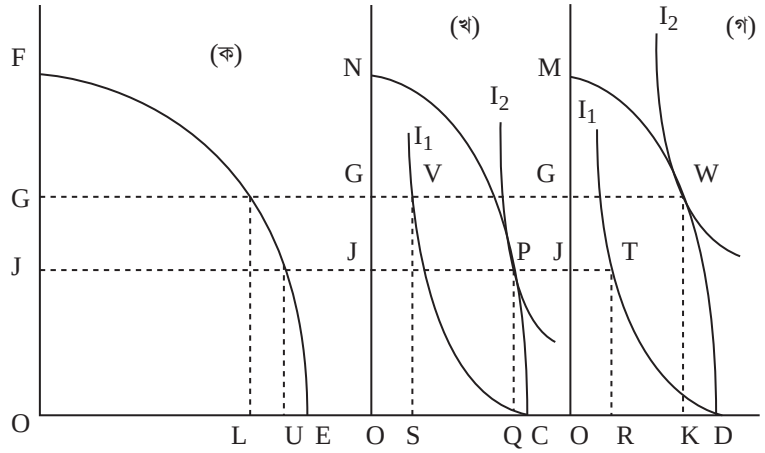

চিত্র ৯.৩ : সাধারণ ভারসাম্যের মাধ্যমে গণদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ

সরকার জনগণের কল্যাণ সর্বোচ্চকরণ করতে চায়। কাউকে ক্ষতি না করে অন্যের কল্যাণ বাড়ানো সরকারের উদ্দেশ্য। গণদ্রব্যের অনুপস্থিতিতে A ব্যক্তি I_1 নিরপেক্ষ রেখার C বিন্দুতে ভোগ করে
(খ চিত্রে) এবং B ব্যক্তি I_1 নিরপেক্ষ রেখার D বিন্দুতে ভোগ করে (গ চিত্রে)।
নিরপেক্ষ রেখাসমূহ গণদ্রব্য ও ব্যক্তিগত দ্রব্যের পছন্দনীয়তা প্রকাশে সক্ষম। প্রাথমিক অবস্থায় সরকার যদি OG পরিমাণ গণদ্রব্য সরবরাহ করে তবে ব্যক্তিগত দ্রব্যের যোগান হবে OL পরিমাণ। এই পরিমাণ দ্রব্যের মধ্য থেকে A ব্যক্তির উপযোগ ঠিক রাখতে হলে তাকে I_1 নিরপেক্ষ রেখায় OG পরিমাণ গণদ্রব্য ও OS পরিমাণ ব্যক্তিগত দ্রব্য ভোগ করার সুযোগ দিতে হবে। তাই B ব্যক্তি OG পরিমাণ গণদ্রব্য এবং OL-OS=OK পরিমাণ ব্যক্তিগত দ্রব্য ভোগের সুযোগ পাবে। এর ফলে B ভোক্তা I_2 নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থান করবে। A-এর কল্যাণ কমেনি অথচ B ব্যক্তির কল্যাণ বেড়েছে। তাই OG পরিমাণ গণদ্রব্য সমাজকল্যাণ বৃদ্ধি করে। OG পরিমাণ গণদ্রব্য ভোগের কারণে A ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভোগ ত্যাগ করতে হয় OC-OS=SC পরিমাণ। এবং B ব্যক্তির OD-OK=KD পরিমাণ যা সরকার OG পরিমাণ গণদ্রব্যের মূল্য হিসেবে A ও B ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করবে।
যেখানে-

$MV_{GP}{}^{A}+MV_{GP}{}^{B}=MC_{G}$.....(i)
$P=P_A+P_B$ ..... (ii)
$G=G_A=G_B$ ..... (iii)

ওপরের (i), (ii) ও (iii) নং সমীকরণের দ্বারা কাম্য অবস্থার শর্ত পালিত হয়। (i) নং সমীকরনে $MV_{GP}{}^{A}+MV_{GP}{}^{B}=MC_{G}$ দ্বারা প্রকাশ পায় ব্যক্তিগত দ্রব্যের (P) ভিত্তিতে গণদ্রব্যের (G) প্রান্তিক কল্যাণসমূহের (A) ও (B) ব্যক্তির যোগফল অবশ্যই ব্যক্তিগত দ্রব্যের ভিত্তিতে গণদ্রব্যের প্রান্তিক খরচ পরস্পর সমান হবে। (ii) দ্বারা প্রকাশ পায় মোট ব্যক্তিগত দ্রব্য= A ও B ব্যক্তির ভোগ বা OL=OS+OK এবং (iii) নং সমীকরণে প্রকাশ পায় সব ভোক্তাই সমপরিমাণ গণদ্রব্য ভোগ করবে।

সরকার যদি OJ পরিমাণ গণদ্রব্য সরবরাহ করে তবে ব্যক্তিগত দ্রব্যের সরবরাহ হবে OU পরিমাণ। এক্ষেত্রে B ব্যক্তির উপযোগ (I_1) এ স্থির রাখলে B ব্যক্তি ব্যক্তিগত দ্রব্য ভোগ করবে OR পরিমাণ। (গ) চিত্রে T বিন্দুতে A ব্যক্তি OJ পরিমাণ গণদ্রব্য ও OQ পরিমাণ ব্যক্তিগত দ্রব্য ভোগ করে। (খ) চিত্রে P বিন্দুতে A-এর কল্যাণ বেড়ে I_2 নিরপেক্ষ রেখায় পৌছে। এক্ষেত্রে A ব্যক্তি OJ পরিমাণ গণদ্রব্য ভোগের জন্য QC পরিমাণ ব্যক্তিগত দ্রব্য মূল্য হিসেবে প্রদান করবে এবং B ব্যক্তি OJ পরিমাণ গণদ্রব্যের জন্য RD পরিমাণ মূল্য প্রদান করবে। যেখানে (i), (ii) ও (iii) নং শর্ত কার্যকরী হবে। চিত্র খ তে NPC যোগ করে A ব্যক্তির ভোগ সম্ভাবনা রেখা এবং MWD যোগ করে B ব্যক্তির ভোগ সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়।
তাই সিদ্ধান্ত হলো সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যক্তিগত ও গণদ্রব্য কাম্য বন্টনে ও খরচ বহনে স্যামুয়েলসনের পণ্য বিভাজন মডেল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একই সঙ্গে গণদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজকল্যাণ বৃদ্ধিতে গণ দ্রব্যের ভূমিকা এই মডেলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

• পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য-মিথ্যা

১. ব্যক্তিগত দ্রব্য বলতে এমন দ্রব্যকে বোঝায় যা একজন ব্যক্তি অবাধে উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে। সত্য/মিথ্যা
২. সামাজিক দ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যক্তিগত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কি?
২. সামাজিক বা গণদ্রব্যের বৈশিষ্টগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্বেচ্ছা বিনিময় তত্ত্ব আলোচনা করুন।
২. স্যামুয়েলসনের পণ্য বিভাজন মডেলটি আলোচনা করুন।

পাঠ-৪ কর ব্যবস্থা (Taxation System)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- করের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পার্থক্য বলতে পারবেন
- কর-ভার, কর-আপতন, কর-চালনা প্রভৃতি ধারণার ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- আনুপাতিক, প্রগতিশীল ও পতনশীল করারোপ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য বলতে পারবেন
- কর নির্ধারণের প্রধান প্রধান নীতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- বিভিন্ন প্রকার করের বর্ণনা প্রদান করতে পারবেন।

ভূমিকা

প্রতিটি দেশের সরকারকে দেশের আইন-শৃংখলা, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, উন্নয়নমূলক কাজ প্রভৃতি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে আয় আহরণ করতে হয়। তন্মধ্যে প্রধান উৎস হচ্ছে কর-উৎস। এ পাঠে করের সংজ্ঞা, করের শ্রেণীবিভাগ ও কর নির্ধারণের প্রধান প্রধান নীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে।

কর -এর ধারণা

সরকারের সাধারণ কার্যাবলী এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ জন্য সরকার প্রতিবছর বিভিন্ন উৎস থেকে রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা করে থাকে। সরকারী রাজস্বের সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে কর। কর-রাজস্ব আয়ের সাথে কর-বহির্ভুত রাজস্ব আয়ের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কর হচ্ছে এক ধরনের বাধ্যতামূলক প্রদান যার জন্য করদাতা সরকারের নিকট থেকে কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট প্রতিদান আশা করতে পারেন না। অন্যদিকে কর-বহির্ভুক্ত রাজস্বের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রতিদান একটি স্বাভাবিক বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন আপনি একটি নবনির্মিত সেতু (ধরুন মেঘনা সেতু) ব্যবহার করতে চান। এক্ষেত্রে আপনাকে ফি প্রদান করতে হবে। ফি প্রদানের সাথে সাথেই আপনি উক্ত সেতুর উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাবার অধিকার অর্জন করলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত আয়কর প্রদানের মাধ্যমে আপনি সরকারের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ কোন প্রতিদান দাবী করতে পারেন না।

কর হচ্ছে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থার উপর আরোপিত দায়। কর এক ধরনের দায়। কর আরোপ করা হয় এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর যারা ব্যক্তিগত আয় বা অন্যান্য উৎস থেকে করারোপযোগ্য ন্যূনতম আয় অর্জন করে থাকেন অথবা তারা এমন সব সম্পদের মালিক বা এমন সব অর্থনৈতিক কার্যালীর পরিচালক যেগুলোকে করের আওতাভূক্ত করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর

করের আপতন (incidence) এবং কর-ভার কার উপর বর্তায় সেই দৃষ্টিকোন থেকে করকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ -এ দুভাগে ভাগ করা হয়।

প্রত্যক্ষ কর: ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত কর যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি প্রদান করতে হয় তাকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যক্ষ কর হচ্ছে এমন ধরনের কর যা ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠান অন্যের উপর চালনা (shift) করে দিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন, আপনার বার্ষিক আয় নীট ১ লক্ষ টাকা। আইনানুযায়ী, ৬০ হাজার

কর-ভার, কর-আপতন ও কর-চালনা (Impact, Incidence and Shifting of Taxes): কর-ভার হচ্ছে করের প্রাথমিক স্তর যা কর প্রদানের জন্য নির্ধারিত বা সাব্যস্তকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর পড়ে। কর-আপতন বলতে করের চূড়ান্ত পরিণতিকে বুঝায়। সর্বশেষে, কর-চালনা বলতে করের দায়ভার অন্যের উপর চালিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। প্রত্যক্ষ করের বেলায় কর-ভার ও কর-আপতন একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তায়। অন্যদিকে, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করের দায়ভার অন্যের উপর চালনা করে দেওয়া যায়।

টাকার অতিরিক্ত আয়ের জন্য আপনাকে একটি নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করতে হবে। এ কর আপনাকেই সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে প্রদান করতে হবে। অন্য কারো উপর করের দায়ভার চালনা করে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ আয়করের ক্ষেত্রে কর-ভার এবং কর-আপতন একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর পড়ে। সুতরাং আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর।

পরোক্ষ কর: ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত কর যার দায়ভার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্যের উপর চাপিয়ে বা চালনা করে দিতে পারে তাকে পরোক্ষ কর বলে। অন্যকথায়, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে কর-ভার ও কর-আপতন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর

ব্যক্তিবর্গের উপর পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, ভ্যাটের উল্লেখ করা যায়। ভ্যাটের কর-ভার যদিও প্রাথমিকবাবে বিক্রেতার উপর বর্তায়, বিক্রেতা দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে পরোক্ষভাবে এ কর ক্রেতাদের নিকট থেকে আদায় করে নিতে পারে। অনুরূপভাবে, বিক্রয়কর, শুল্ক প্রভৃতিও পরোক্ষ কর।

সাধারণভাবে, উৎপাদন ও আয়ের উপর আরোপিত কর প্রত্যক্ষ কর হিসেবে পরিচিত এবং ভোগ ও ব্যয়ের উপর ধার্যকৃত কর পরোক্ষ করের আওতাভূক্ত।

অনুশীলন

নিচের কোন্‌টি প্রত্যক্ষ কর ও কোন্‌টি পরোক্ষ কর: বিক্রয় কর, আমদানি শুল্ক, আয়কর, কর্পোরেট কর, সম্পদ কর।

আনুপাতিক, প্রগতিশীল ও পতনশীল কর

করের ভিত্তি পরিবর্তনের সাথে সাথে কর-হার পরিবর্তনের প্রবণতার উপর নির্ভর করে করকে আনুপাতিক, প্রগতিশীল এবং পতনশীল -এ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অর্থাৎ আয় বাড়ার সাথে সাথে করের হার (Tax Rate) বাড়ে, কমে বা স্থির থাকে -এর উপর ভিত্তি করে কর কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

আনুপাতিক কর: করের ভিত্তি বাড়া বা কমার সাথে সাথে করের দায়ভার যদি একই হারে বাড়ে বা কমে তবে তাকে আনুপাতিক কর বলে। আনুপাতিক করের ক্ষেত্রে গড় কর ও প্রান্তিক কর পরস্পর সমান হয় এবং করের ভিত্তি বাড়া বা কমার ফলে গড় কর ও প্রান্তিক করের কোন পরিবর্তন হয় না। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক্। মনে করুন, আপনার করযোগ্য আয়ের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা এবং আপনাকে ১০% হারে কর প্রদান করতে হয়। এক্ষেত্রে, আপনার উপর ধার্যকৃত মোট কর = (৫০,০০০*১০%) = ৫,০০০ টাকা। সুতরাং করের গড় হার = (৫,০০০/৫০,০০০)*১০০ = ১০%। আপনার প্রান্তিক কর হার = ১০%। এখন মনে করুন, আপনার করযোগ্য আয় বেড়ে ১ লক্ষ টাকা হলো। কর হার যদি ১০%-এ স্থির থাকে তাহলে মোট করের পরিমাণ হবে (১ লক্ষ * ১০%) = ১০,০০০ টাকা। গড় কর-হার = (১০,০০০/১ লক্ষ)*১০০ = ১০%। এক্ষেত্রে মোট করের পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু গড় কর-হার ও প্রান্তিক কর-হার অপরিবর্তিত এবং পরস্পরের সমান।

প্রগতিশীল কর: প্রগতিশীল করের ক্ষেত্রে করের ভিত্তি বাড়া বা কমার সাথে সাথে কর হারও বাড়ে বা কমে। এক্ষেত্রে কর-ভিত্তি বাড়ার সাথে সাথে করের মোট দায়ভার বাড়ার পাশাপাশি গড় কর-হার এবং প্রান্তিক কর-হার উভয়ই বাড়ে এবং প্রান্তিক কর-হার গড়-কর হার অপেক্ষা বেশী হয়। উপরের উদাহরণে মনে করুন, আপনার বাড়তি কর-যেগ্য আয় (৫০,০০০ টাকা) -এর উপর ১৫% হারে কর আরোপ করা হলো। এক্ষেত্রে প্রান্তিক কর-হার = ১৫%। মোট করের পরিমাণ = (৫,০০০+৭,৫০০) = ১২,৫০০ টাকা। গড় কর-হার = (১২,৫০০/১ লক্ষ) * ১০০ = ১২.৫%।

পতনশীল কর: করের ভিত্তি বাড়া বা কমার হারের চেয়ে যদি কর-হার কম হারে বাড়ে বা কমে তাহলে তাকে পতনশীল কর বলে। পতনশীল করের ক্ষেত্রে কর-ভিত্তি বাড়লে মোট করের পরিমাণ বাড়ে কিন্তু প্রান্তিক ও গড় কর-হার কমে এবং প্রান্তিক কর-হার গড় কর-হারের চেয়ে বেশী হারে কমে অর্থাৎ গড় কর-হার প্রান্তিক কর-হার অপেক্ষা বেশী হয়। উপরের উদাহরণে মনে করুন অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকার জন্য আপনাকে ৮% হারে কর প্রদান করতে হয়। অর্থাৎ আপনার প্রান্তিক কর হার = ৮%। করের মোট দায়ভার = (৫,০০০+৪,০০০) = ৯,০০০ টাকা। গড় কর-হার = (৯,০০০/১ লক্ষ) * ১০০ = ৯%।

নিচে চিত্রের সাহায্যে আনুপাতিক, প্রগতিশীল ও পতনশীল করের ব্যাখ্যা দেওয়া হল:

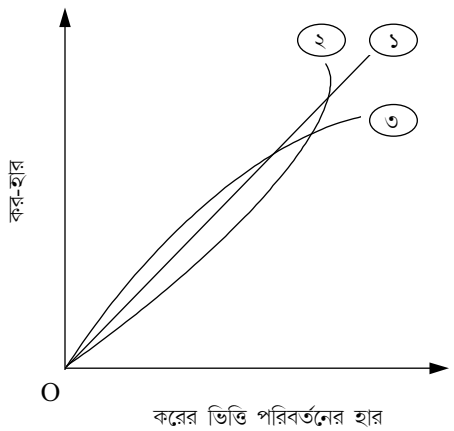

চিত্র ৯.৪: আনুপাতিক, প্রগতিশীল ও পতনশীল কর।

চিত্র ৯.১ এ ভূমি অক্ষে করের ভিত্তি পরিবর্তনের হার ও উল্লম্ব অক্ষে কর-হার দেখানো হয়েছে। চিত্রে ১ নং, ২ নং ও ৩ নং রেখাত্রর দ্বারা যথাক্রমে আনুপাতিক কর, প্রগতিশীল কর এবং পতনশীল করের ধারণা তোলে ধরা হয়েছে। ১ নং রেখাটির ঢাল ১ অর্থাৎ

রেখাটি ৪৫° রেখা। এ রেখার প্রতিটি বিন্দুতে করের ভিত্তি পরিবর্তনের হার ও কর-হারের পরিবর্তন একই কাজেই এটা আনুপাতিক ধারণাকে তোলে ধরেছে। ৩ নং রেখাটি একটি বক্ররেখা যার ঢাল ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ করের ভিত্তি যে হারে বাড়ছে কর-হার তার চেয়ে কম হারে বাড়ছে। কাজেই ৩ নং রেখাটি পতনশীল করের ধারণাকে প্রদর্শন করছে। অন্যদিকে, ২ নং রেখাটি একটি বর্ধমান বক্ররেখা যার ঢাল করের ভিত্তি পরিবর্তনের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ করের ভিত্তি যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে কর-হার তার চেয়ে বেশী হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই এটা প্রগতিশীল করের ধারণাকে প্রদর্শন করছে।

কর নীতি (Principle of Taxation)

কাম্য বা কাংখিত করারোপ নীতিগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি নীতি বা দৃষ্টিভংগী (approach) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

ক. কর আদায়ের সুবিধা-নীতি (The Expendiency Approach)
খ. সামাজিক - রাজনৈতিক নীতি (The Socio - Political Approach)
গ. কর-প্রদান থেকে প্রাপ্ত সুবিধা-নীতি (The Benefit - Received Approach)
ঘ. কর প্রদান - ক্ষমতা নীতি (The Ability to Pay Approach)

নিচে এ সকল নীতি বা দৃষ্টিভংগীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো।

কর আদায়ের সুবিধা-নীতি: এ নীতির মূলকথা হলো এই যে, কর-প্রস্তাব বা কর আদায়ের পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যা বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ। এখানে বাস্তবতা বলতে কর নীতির প্রয়োগ-যোগ্যতা অর্থাৎ কর আদায়ের সুবিধাকে বুঝানো হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী, কর প্রয়োগের আর্থ-সামাজিক ফলাফল মোটেই বিবেচ্য বিষয় নয়। এ নীতির সবচেয়ে বড় দূর্বলতা হলো এর অনমনীয়তা। অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং সামাজিক পরিস্থিতির বিবেচনায় সরকারকে অনেক সময় সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতে হয়। কর নির্ধারণ নীতি এমন হওয়া উচিত যাতে শুধুমাত্র কর থেকে অর্জন সর্বোচ্চ হবে না, সমাজের সার্বিক কল্যাণও সুনিশ্চিত হয়।

সামাজিক-রাজনৈতিক নীতি: প্রতিটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের পেছনে কোন না কোন সামাজিক - রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকে। সামাজিক-রাজনৈতিক নীতির প্রবক্তা ওয়াগনারের (Wagner) মতে, কর নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এসব সামাজিক-রাজনৈতিক লক্ষ্য বিবেচনায় রাখা উচিত। একটি সমাজ ব্যক্তিবিশেষের চেয়ে অনেক বড়। কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কল্যাণ সাধন সমাজের সার্বিক কল্যাণ নির্দেশ করে না। বরং বিষয়টি বিপরীতভাবে সত্য। অর্থাৎ সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হলে ব্যক্তিবিশেষ কোন না কোনভাবে উপকৃত হবেই। এক কথায়, ওয়াগনার কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে আধুনিক কল্যাণ-দৃষ্টিভংগী অনুসরণের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন। ওয়াগনারের মতে, কর নির্ধারণের নীতি এমন হবে যা আয়ের বৈষম্য কমাতে সক্ষম এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্প আয়ের জনসাধারণকে কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

কর প্রদান থেকে প্রাপ্ত সুবিধা-নীতি: কর নির্ধারণের বহুল আলোচিত নীতি দুটোর একটি হচ্ছে কর প্রদান থেকে প্রাপ্ত সুবিধা-নীতি। অপরটি হলো কর প্রদান-ক্ষমতা নীতি। আলোচ্য নীতি অনুযায়ী, ব্যক্তিবিশেষ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সুবিধার অনুপাতে কর প্রদান করবে। এটি বাজার থেকে কোন পণ্যসামগ্রী কেনার অনুরূপ অর্থাৎ আপনি যদি সরকারী পার্ক, রাস্তাঘাট ব্যবহার করে থাকেন তাহলে ব্যবহারের মাত্রানুযায়ী আপনি কর প্রদান করবেন। এ নীতিতে, প্রাপ্ত সরকারী সুবিধা এবং করের মধ্যে এক ধরনের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। এ নীতির দূর্বলতা হলো- এতে আয় ও সম্পদের ন্যায়ানুগ বন্টনের প্রয়োজনীয়তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ করকে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা বা আনয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় সে দিকটি এ নীতিতে বিবেচনায় আনা হয়নি।

কর প্রদান-ক্ষমতা নীতি: এ নীতি অনুযায়ী, কর নির্ধারণ পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যা ব্যক্তিবর্গের আয় ও সম্পদ অর্থাৎ কর প্রদানের ক্ষমতার সাথে সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ এ নীতি অনুযায়ী, ধনী ব্যক্তিগণ দরিদ্র শ্রেণী অপেক্ষা অধিক কর প্রদান করবেন। এর অর্থ এই নয় যে, কর পদ্ধতি অতি অবশ্যই প্রগতিশীল হবে। প্রগতিশীল কর আবশ্যিকভাবেই কর প্রদান-ক্ষমতা নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ, তবে ক্ষেত্র বিশেষে আনুপাতিক বা পতনশীল করও এ নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ। কারণ পতনশীল বা আনুপাতিক কর কখনো এটা নির্দেশ করে না যে, অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিগণ কম কর প্রদান করে থাকেন। কর প্রদান-ক্ষমতা নীতির বিশেষত্ব হলো -

১. এটি ন্যায় বিচার ও সমতা নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ
২. এতে সর্বোচ্চ সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে
৩. এটি প্রয়োগ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। কারণ করদাতাদের কর প্রদানের ক্ষমতা নির্ণয় করার বেশকিছু মাপকাঠি রয়েছে, যেমন - ব্যক্তিবর্গের আয়, সম্পদ ও সম্পত্তি, ভোগব্যয় ইত্যাদি।

যে কোন সরকার কর আরোপের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিগুলো লক্ষ্য করে এবং সরকারের আদর্শ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন বিশেষ নীতি বা নীতিমালা গ্রহণ করে থাকে।

কতিপয় করের ধারণা

করারোপের জন্য নির্ধারিত বিষয়সমূহের ভিত্তিতে করকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আয় কর ও সম্পদ করের উল্লেখ করা যায়। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা এ ধরনের কতিপয় করের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করব।

আয় কর: সহজভাবে বলা যায়, ব্যক্তিবর্গের আয়ের উপর ধার্যকৃত কর-ই হলো আয়কর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আয় কীভাবে নির্ধারণ করা হবে? একজন ব্যক্তির আয়কে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের যোগফল হিসাবে দেখানো যায় -

১. একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তিবিশেষের ভোগ-ব্যয় যা ব্যক্তিবিশেষের উপাদান-আয় (factor income) অথবা হস্তান্তর পাওনা অথবা সঞ্চিত সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়ের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হবে ব্যক্তিবিশেষকর্তৃক নিজস্ব ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এবং ব্যক্তিবিশেষকর্তৃক ব্যবহৃত টেকসই দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য।

২. একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তিগত সম্পদের নীট বৃদ্ধি যা ব্যক্তি বিশেষের সঞ্চয় থেকে প্রাপ্ত অথবা সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত।

এখানে উল্লেখ্য যে, আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর।

কর্পোরেশনের আয় কর: কর্পোরেশনের আয় বা মুনাফার উপর যে কর ধার্য করা হয় তা কর্পোরেশনের আয়কর নামে পরিচিত। কর্পোরেশনের আয়করের দুটো দিক রয়েছে। প্রথমতঃ কর্পোরেশন তার মুনাফা বা আয় অংশীদারদের মধ্যে বন্টন না করে ভবিষ্যতে কর্পোরেশনের আয়তন বৃদ্ধির জন্য রেখে দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কর্পোরেশন তার আয়ের অংশ বিশেষ অথবা সম্পূর্ণ অংশ অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করেদিতেপারে। কাজেই কর্পোরেশনের আয় থেকে দুবার কর প্রদান করতে হয়। প্রথমতঃ কর্পোরেশনের সামগ্রিক আয় বা মুনাফা হিসেবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অংশীদারদের ব্যক্তিগত আয় হিসেবে। ব্যক্তিগত আয় করের মতো কর্পোরেশনের আয়করও প্রত্যক্ষ কর।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক: আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক বা কর বলা হয়। আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক এক ধরনের পরোক্ষ কর। কারণ আমদানি-রপ্তানিকারক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তা পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা অথবা ক্রেতাদের নিকট থেকে আদায় করে নিতে পারে।

আবগারি শুল্ক: দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আবগারি শুল্ক বা কর বলে। আবগারি শুল্ক সাধারণতঃ দ্রব্যপ্রতি বা দ্রব্যের একক প্রতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পরিভাষায় একে সুনির্দিষ্ট শুল্ক (Specific tax) বলা হয়। আবগারি শুল্ক একটি পরোক্ষ কর।

বিক্রয় কর: দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়মূল্যের উপর যে কর আরোপ করা হয় তাকে বিক্রয় কর বলে। বিক্রয় করের কর-ভার ও কর-আপতন প্রাথমিকভাবে বিক্রেতার উপর পড়ে। এই অর্থে, বিক্রয় কর এক ধরনের প্রত্যক্ষ কর। কিন্তু বিক্রয় করের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি অর্থাৎ বিক্রেতা আরোপিত কর আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্রোতার উপর চালনা করে দিতে পারে। সুতরাং বিক্রয় কর মূলতঃ এক ধরনের পরোক্ষ কর।

মূল্য-সংযোজন কর (ভ্যাট): উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়মূল্য ও আলোচ্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়মূল্যের বিয়োগফলকে মূল্যসংযোজন বলা হয়। ধরুন, আপনি একটি পাউরুটি উৎপাদন করে ১০ টাকায় বিক্রয় করলেন। পাউরুটিটি উৎপাদনে, আপনি ময়দা, চিনি ও ডিম বাবদ মোট ব্যয় করেছেন ৮ টাকা। এক্ষেত্রে পাউরুটি উৎপাদনে, মূল্য সংযোজিত হল = (১০-৮) টাকা = ২ টাকা। এভাবে সংযোজিত মূল্যের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে মূল্য-সংযোজন কর (Value Added Tax-VAT) বলা হয়। VAT এক ধরনের বিক্রয় কর। কোন কোন দেশে ভ্যাটকে পণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে যুক্ত করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়, আবার কোন কোন দেশে ভ্যাট কে মূল্যের বাইরে অতিরিক্ত দেয় হিসেবে দেখানো হয়। ফলে পণ্য ক্রয়ের রসিদে VAT পৃথকভাবে লিখা হয়। তবে সাধারণ বিক্রয় করের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে, সাধারণ বিক্রয় করের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত সামগ্রীর বিক্রয় মূল্যের উপর কর আরোপ করা হয়, কিন্তু ভ্যাটের ক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে (প্রাথমিক থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত) বিক্রিত দ্রব্যসামগ্রীর উপর কর ধার্য করা হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একটি শার্ট উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর চিন্তা করুন।

উৎপাদিত দ্রব্য	উপকরণ	উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য (টাকা)	মূল্য সংযোজন (টাকা)	মূল্য সংযোজন কর (৫%) (টাকা)	সাধারণ বিক্রয় কর (৫%) (টাকা)
তুলা (১কেজি)	তুলার বীজ, সার ইত্যাদি	৭০.০০	৭০.০০	৩.৫০	
সুতা (১কেজি)	তুলা+অন্যান্য	৮০.০০	১০.০০	০.৫০	
কাপড় (১গজ)	সুতা+অন্যান্য	১১০.০০	৩০.০০	১.৫০	
শার্ট (১টি)	কাপড়+অন্যান্য	১৫০.০০	৪০.০০	২.০০	৭.৫০
			মোট	৭.৫০	৭.৫০

সারণী ৯.১: শার্ট উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে মূল্যসংযোজন কর আরোপ

উপরের কাল্পনিক ছকে দেখা যাচ্ছে যে, শার্ট উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে সংযোজিত মূল্যের উপর কর বসানো হয়েছে যাহা মূল্য সংযোজন কর হিসেবে বিবেচিত এবং যদি শুধুমাত্র শার্টের মূল্যের উপর কর বসানো হয় তা সাধারণ বিক্রিয় কর হিসেবে বিবেচিত হয় (সারণীর সর্বশেষ কলামে তা দেখানো হয়েছে)। সারণীতে দেখা যাচ্ছে, শার্টের বিভিন্ন স্তরে আরোপিত মূল্যসংযোজন করের মোট পরিমাণ ৭.৫০ টাকা এবং সাধারণ বিক্রয় করের পরিমাণ ও ৭.৫০ টাকা । সাধারণ বিক্রয় করের বেলায় কর-ভার প্রাথমিকভাবে পুরোপুরি শার্ট বিক্রেতার উপর পড়ে কিন্তু মূল্যসংযোজন করের বেলায় করের ভার প্রাথমিকভাবে শার্ট বিক্রেতার উপর পুরোপুরি না বর্তিয়ে শার্ট উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে তুলা বিক্রেতা, সুতা বিক্রেতা, কাপড় বিক্রেতাদের উপর মূল্যসংযোজনের অনুপাতে বর্তায়।

বলা বাহুল্য, VAT একটি পরোক্ষ কর।

অনুশীলন

নিচের কোন্‌টির কারণে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়: বিক্রয় কর, আবগারি শুল্ক, আয়কর, মূল্যসংযোজন কর।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. বিক্রয় কর মূলতঃ এক ধরনের পরোক্ষ কর - সত্য/মিথ্যা

২. বিক্রয় কর ও VAT -এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই - সত্য/মিথ্যা

৩. প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কর-ভার ও কর-আপতন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উপর পড়ে - সত্য/মিথ্যা

৪. করের আপতন বলতে করের দায়ভার বহনের চূড়ান্ত অবস্থাকে বুঝায় - সত্য/মিথ্যা

৫. প্রগতিশীল করের ক্ষেত্রে করের গড়-হার প্রান্তিক হারের চেয়ে বেশী হয় - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. করের সংজ্ঞা দিন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পার্থক্য নির্দেশ করুন।

২. আনুপাতিক, প্রগতিশীল ও পতনশীল করের পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৩. নিচের কোন্‌টি প্রত্যক্ষ কর এবং কোনটি পরোক্ষ করের উদাহরণ? ব্যাখ্যা করুন - (ক) আয়কর (খ) মূল্যসংযোজন কর (গ) আবগারি শুল্ক

৪. কর-আরোপের নীতিগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৫. মূল্যসংযোজন কর কি? এটা কিভাবে সাধারণ বিক্রয় কর থেকে আলাদা?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. কর হচ্ছে

   ক. এক ধরনের দায়

   খ. এক ধরনের জরিমানা

   গ. এক ধরনের ফি

   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

২. নিচের কোন্‌টি প্রত্যক্ষ কর?

   ক. বিক্রয় কর

   খ. আয় কর

   গ. আবগারি শুল্ক

   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. কোন্‌টি পরোক্ষ কর?

   ক. আয় কর

   খ. বিক্রয় কর

   গ. উপরের কোনটিই নয়

   ঘ. ক ও খ উভয়ই।

৪. প্রগতিশীল করারোপের ফলে
   ক. বেশী আয়ের লোক কম কর দেয়
   খ. বেশী আয়ের লোক বেশী কর দেয়
   গ. উপরের কোনটিই নয়
   ঘ. ক ও খ উভয়ই সঠিক।

৫. বিক্রয় কর
   ক. ক্রেতার উপর চালনা করা যায়
   খ. ক্রেতার উপর চালনা করা যায় না
   গ. ক ও খ কোনটিই নয়
   ঘ. ক ও খ উভয়ই।

সমস্যা

নিচের তালিকাটি লক্ষ্য করুন:

উৎপাদনের স্তর	উৎপাদিত দ্রব্য	উপকরণ	উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য (টাকা)	মূল্যসংযোজন (টাকা)	মূল্যসংযোজন কর (টাকা)	সাধারণ বিক্রয় কর (টাকা)
প্রাথমিক	গম (১ মণ) ↓	গমের বীজ+অন্যান্য	২৫০	-	-	
দ্বিতীয়	ময়দা (১ মণ) ↓	গম+অন্যান্য	৩০০	-	-	
চূড়ান্ত	পাউরুটি (৪০টি)	ময়দা+অন্যান্য	৪০০	-	-	-

ক. উপরের তালিকায় চূড়ান্ত দ্রব্য কোন্‌টি?
খ. পাউরুটি উৎপাদনের দ্বিতীয় স্তরে মূল্যসংযোজন কত টাকা?
গ. যদি মূল্য সংযোজন কর ৫% হয়, তাহলে উৎপাদনের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত স্তরে করের পরিমাণ কত?
ঘ. মোট মূল্যসংযোজন করের পরিমাণ কত?
ঙ. সাধারণ কর হার ৫% হলে মোট করের পরিমাণ কত হবে?
চ. কর আয় প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মূল্যসংযোজন কর নাকি সাধারণ বিক্রয় কর বেশী কার্যকর?

পাঠ-৫ বাজেট, সরকারী ঋণ ও ঘাটতি ব্যয় (Budget, Public Debt and Deficit)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাজেটের সংজ্ঞা বর্ণনা পারবেন
- বাজেটের অর্থনৈতিক ও কার্যগত শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সুষম, উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি বাজেটের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন
- সরকারী ঋণের ধারণা এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ঘাটতি ব্যয়ের ধারণা ও ঘাটতি ব্যয়ের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

সরকার প্রতি বছর জুন/জুলাই মাসে আগামী এক বছরে তার সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের একটি বিবরণ জাতীর সম্মুখে তোলে ধরেন। সরকারের আয়-ব্যয়ের বিবরণই হচ্ছে বাজেট। এ পাঠে বাজেটের ধারণা, বাজেটের শ্রেণীবিভাগ সরকারী ঋণ, ঘাটতি ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাজেট

বাজেট কী? বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রতি বছর জুন মাসের শেষের দিকে বা জুলাইয়ের প্রথম দিকে জাতীয় সংসদে সরকারের পূর্ববর্তী এক বছরের আয় ও ব্যয়ের একটি সংশোধিত হিসাব এবং পরবর্তী বছরে সরকারের আয় ও ব্যয়ের একটি প্রাক্কলিত হিসাবের বর্ণনা প্রদান করেন। সরকারী আয় ও ব্যয়ের এরূপ পদ্ধতিগত বর্ণনা বা হিসাবকে বাজেট বলা হয়।

আধুনিক যুগে, বাজেট প্রণয়ন একটি স্বাভাবিক ঘটনা। প্রতিটি দেশের সরকার বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। স্থিরকৃত লক্ষ্য এবং নীতিসমূহকে সামনে রেখে সরকার পরবর্তী এক বছরের জন্য একটি আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। এ পরিকল্পনায় বিভিন্ন উৎসসমূহ এবং বিভিন্ন কর্মসূচীতে সম্ভাব্য ব্যয়ের অনুপুঃখ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। সরকারের এই আর্থিক দলিলকেই বাজেট বলা হয়। সুতরাং সরকারী বাজেটকে আমরা নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি -

বাজেট হলো সরকারের পরবর্তী এক বছরের জন্য গৃহীত বা প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও কর্মসূচীর একটি পদ্ধতিগত বিবরণ যেখানে উল্লেখিত বছরে প্রস্তাবিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানের উৎসসমূহ এবং ব্যয়ের খাতসমূহ সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে সনাক্ত করা হয়ে থাকে।

বাজেটের বিভিন্ন অংশ

বাজেটের বর্ণনা বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের দেশে একটি বাজেটকে সাধারণতঃ তিনটি ভাগে দেখানো হয়। যেমনঃ রাজস্ব বাজেট, উন্নয়ন বাজেট ও মূলধন বাজেট। প্রথম দুই অংশের সম্মিলিত আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে বাজেটকে উদ্বৃত্ত, ঘাটতি বা সুষম বাজেট বলা হয়। তবে আমাদের দেশে বাজেটকে রাজস্ব আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতেই উপরের তিন ভাগে ভাগ করা হয়। রাজস্ব আয় রাজস্ব ব্যয় অপেক্ষা বেশী হলে তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলা হয়। রাজস্ব আয় অপেক্ষা রাজস্ব ব্যয় বেশী হলে তা ঘাটতি বাজেট হিসাবে পরিচিত এবং রাজস্ব আয় ও রাজস্বব্যয় পরস্পর সমান হলে তাকে সুষম বাজেট বলে। এটি একটি ব্যতিক্রম।

রাজস্ব বাজেটে সরকারের আয় ও ব্যয় বর্ণীত হয়। এর পরেই দেখানো হয় উন্নয়ন বাজেট। সাধারণভাবে রাজস্ব উদ্বৃত্ত দ্বারাই উন্নয়ন বাজেটের খরচ মেটানো হয় অতঃপর কোন ঘাটতি দেখা দিলে সরকার ঋণ, অনুদান/সাহায্য (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক) ইত্যাদির মাধ্যমে অথবা টাকা ছাপিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করে।

মূলধন বাজেটে নতুনভাবে সঞ্চিত মূলধন সম্পদ অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত বা ব্যবহার-অনুপযোগী মূলধন সম্পদের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে।

বাজেটের অর্থনৈতিক ও কার্যগত শ্রেণীবিভাগ

(Economic and Functional Classification of Budgets)

সরকারী ব্যয় এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের অর্থায়ন প্রক্রিয়া যদি অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর নিরিখে বিভক্ত করা হয়ে থাকে তবে তাকে বাজেটের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ বলা হয়। সুতরাং বেতন ও মজুরী এবং সুদ বাবদ ব্যয়, করের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ, সরকারী ঋণ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত আর্থিক বিবরণকে বাজেটের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ বলা হয়। অন্যদিকে, বাজেটের কার্যগত

শ্রেণীবিভাগ বলতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত আর্থিক বিবরণকে বুঝায়। অর্থাৎ সরকার কী কী বস্তুগত কাজ বা সেবাধর্মী কাজ বাস্তবায়ন করতে চায় তার আর্থিক বিবরণ হচ্ছে বাজেটের কার্যগত শ্রেণীবিভাগ। বাজেটকে যদি বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও সামজিক সেবা, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রভৃতির আলোকে ব্যাখ্যা করা হয় তবে তা হবে কার্যগত শ্রেণীবিভাগ।

সুষম বাজেট (Balanced Budget)

সাধারণতঃ সুষম বাজেট বলতে সরকারের রাজস্ব আয় ও সরকারের সামগ্রিক ব্যয়ের সমতাকে বুঝানো হয়। মনে করি, সরকারের সামগ্রিক ব্যয় = G_E এবং সরকারী রাজস্ব আয় = G_R। সুতরাং $G_E = G_R$ অথবা $G_E - G_R = 0$ হচ্ছে সুষম বাজেটের নির্দেশক। $G_E > G_R$ এবং $G_E < G_R$ যথাক্রমে ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত বাজেটের নির্দেশক। কিন্তু আমাদের দেশে শুধুমাত্র রাজস্ব আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতেই সুষম, উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি বাজেটের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় অর্থাৎ যদি G = সরকারের রাজস্ব ব্যয় হয় তাহলে $G = G_R$, $G < G_R$ ও $G > G_R$ হচ্ছে যথাক্রমে সুষম, উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি বাজেটের নির্দেশক। এটা একটি আংশিক ব্যাখ্যা। কেননা রাজস্ব ব্যয় ছাড়াও সরকারকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), এডিপি বহির্ভুত প্রকল্পসমূহ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ-ব্যয় করতে হয় (বাংলাদেশে ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে এসব খাতে প্রস্তাবিত ব্যয়ের পরিমাণ হচ্ছে ১৩,১৫৫ কোটি টাকা)। ফলে সামগ্রিকভাবে সরকারের আয় থেকে ব্যয় বেশী হয়, অর্থাৎ সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের বাজেট হচ্ছে একটি ঘাটতি বাজেট যদিও সরকার শুধুমাত্র রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়ের ভিত্তিতে বাজেটকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে ঘোষণা দিয়ে থাকে। বাজেটের সত্যিকার চিত্র এখানে সুকৌশলে আড়াল করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, গত ২৮ শে জুলাই ১৯৯৬ মাননীয় অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরের যে বাজেট ঘোষণা করলেন তাতে রাজস্ব উদ্বৃত্ত ৫০১৭ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে অর্থাৎ এটা একটি উদ্বৃত্ত বাজেট। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করলে এটা একটি ঘাটতি বাজেট। কেননা সরকারের রাজস্ব আয় থেকে সরকারের সামগ্রিক ব্যয় ৮,১৩৮ কোটি টাকা বেশী (সারণী ৮.২ দেখুন)। এ বাড়তি ব্যয় সরকার বিদেশী অনুদান ও ঋণ, দেশের ভিতর থেকে সংগৃহীত ঋণ অথবা টাকা ছাপিয়ে মিটায়ে থাকে।

অনুশীলন

নিচের কোন্‌টি বাজেটের কোন্ অংশের আলোচ্য বিষয়ঃ রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয়, ব্যবহারঅনুপযোগী মূলধন সম্পদ, বৈদেশিক সাহায্য।

বাংলাদেশের ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছরের বাজেট

অর্থমন্ত্রী শহ্ এ.এম.এস. কিবরিয়া গত ২৮ জুলাই ১৯৯৬ জাতীয় সংসদে যে বাজেট বক্তৃতা প্রদান করেন নিম্নে উহার সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলোঃ

হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	বাজেট ১৯৯৬-৯৭	সংশোধিত ১৯৯৫-৯৬	বাজেট ১৯৯৫-৯৬
১। সাধারণ রাজস্ব	১৭১২০	১৫৫১২	১৫৪৫০
সরসমূহ	১৪০২৫	১২২৩৩	১২২০৫
কর ব্যতীত	৩০৯৫	৩২৭৯	৩২৪৫
২। মোট ব্যয়	২৫২৫৮	২৩৬৫৩	২৪৭০৭
রাজস্ব ব্যয়	১২১০৩	১১৮১৪	১১০৭০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	১২৫০০	১০৪৪৭	১২১০০
কাজের বিনময়ে খাদ্য কর্মসূচি	৫০	২১৮	২০১
এডিপি বহির্ভুত প্রকল্পসমূহ	৬০০	৫৪০	৭০৫
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি	৫০৯	৫৮৬	৭৬৭
মূলধন ব্যয়-অনুন্নয়ন (বিবরণী-৫-খ-২)	৫৬	৬০৫	৪১৪
খাদ্য মজুদ বাবদ নীট মূলধন	-৫৬০	-৫৫৭	-৫৫০
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)			
সামগ্রিক ঘাটতি (-)	-৮১৩৮	-৮১৪১	-৯২৫৭
৩। অর্থ সংস্থান	৮১৩৮	৮১৪১	৯২৫৭
ক. বিদেশ থেকে (অনুদান ও ঋণ হিসাব)	৫৫৯৪	৫৩২১	৬৫৯১
খ. দেশের অভ্যন্তর থেকে (ঋণ হিসেবে)	২৫৪৪	২৮০০	২৬৬৬

সারণী ৮.২: বাংলাদেশের ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছরের বাজেট

বাংলাদেশের ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছরের বাজেটের বৈশিষ্ট্যাবলী

- একশ' কোটি টাকার কৃষি ভর্তুকি তহবিল। ক্ষুদ্র সেচ যন্ত্র ও কৃষিতে ব্যবহার্য বিভিন্ন যন্ত্র ক্রয়ের জন্য দেয়া কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সুদ শতকরা ৮০ ভাগ হ্রাস করার জন্য এই তহবিল থেকে সংশিগুষ্ট ব্যাংকগুলিকে ভর্তুকি দেয়া হবে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসন, খরা কবলিত এলাকায় সেচ কাজে ব্যবহৃত ডিজেলের জন্য অনুদান প্রভৃতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ভিভিন্ন খাতে এই তহবিল থেকে ভর্তুকি দেয়া হবে।
- দারিদ্র দুরীকরণের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে ১ শ' কোটি টাকার বরাদ্দ। খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান, খাদ্যাভাস পরিবর্তন, মহিলা ও শিশুদের পুষ্টিহীনতা হ্রাসসহ এ ধরনের অন্যান্য প্রকল্পে অর্থ যোগান এই বরাদ্দ থেকে দেয়া হবে।
- মৎস্য ও পশু সম্পদ খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের মোট বরাদ্দ ৮ দশমিক ৫ শতাংশ বাড়িয়ে ২৫৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকা নির্ধারণ।
- পানি সম্পদ খাতে বরাদ্দ বিগত সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ৩৬ ভাগ বাড়িয়ে ১ হাজার ২১ কোটি টাকা নির্ধারণ।
- শিক্ষা খাতে ৩ হাজার ৯৫২ কোটি টাকা সর্বোচ্চ নির্ধারণ। গত বছরের সংশোধিত বাজেটে এর পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৫২২ কোটি।
- পরিবহন খাতে ২ হাজার ৪৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব।
- পল্লী উন্নয়নে ৯৭৪ কোটি ৬৩ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে গত বছরের বরাদ্দের থেকে আরও ৮ শতাংশ বাড়িয়ে ১ হাজার ৭৪০ কোটি টাকা নির্ধারণ।
- নারী ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য মোট বরাদ্দ ১৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৫২ কোটি টাকা নির্ধারণ।
- যুব উন্নয়নের জন্য মোট বরাদ্দ ৮১ শতাংশ বাড়িয়ে ১৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ।
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতির জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৩১ কোটি ২৮ লাখ টাকা নির্ধারণ।
- '৯৬/৯৭ অর্থ বছরের মধ্যে জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ৫ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত করা।
- বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান ও অভিবাসী কোম্পানীর করপোরেট কর ৪৭ দশমিক ৫০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৪৫ শতাংশ নির্ধারণ।
- শেয়ার বাজারে বিদেশীদের জন্য আরোপিত লক-ইন প্রথা প্রত্যাহার।
- বোনাস শেয়ারের উপর থেকে গেইন ট্যাক্স প্রত্যাহার।
- রপ্তানিকারকদের উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে রপ্তানি ক্ষেত্রে উৎস কর সংগ্রহের হার দশমিক ৫০ শতাংশ থেকে দশমিক ২৫ শতাংশে নির্ধারণ।
- শিপিং এজেন্ট, অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম, কনসালটেন্সী ও সুপারবাইজারি ফার্ম, বৃহৎ আকারের ইজারাদার জাতীয় সেবা প্রদানকারীদের মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনা।
- কিছু বালাস পণ্য যেমন- গাড়ি, এয়ারকন্ডিশনার, ডিস এন্টেনা ইত্যাদি ব্যবসায়িক বিক্রির কার্যক্রমকে ভ্যাটের আওতায় আনা।

অনুশীলন

বাংলাদেশের গত অর্থবছরের বাজেটটি দেখুন। এ বাজেটের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরের বাজেটের সাথে গত অর্থবছরের বাজেটের বৈশিষ্ট্যগত তফাৎ আছে কি? চিন্তা করুন ও লিখুন।

সরকারী ঋণ (Public Debt)

কোন সরকার যখন বাজেট-ঘাটতির সম্মুখীন হয় তখন নোট ছাপিয়ে অথবা দেশের জনসাধারণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। সরকারী ঋণ প্রধানতঃ তিন প্রকার - স্বল্পমেয়াদী, ভাসমান এবং স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী। **স্বল্পমেয়াদী ঋণ** সাধারণতঃ এক বছরের কম সময়ে পরিপক্ক হয়। অর্থাৎ এক বছরের কম সময়ে এ ধরনের ঋণ পরিশোধ করতে হয়। ট্রেজারী বিল, ব্যাংকিং সেক্টর থেকে গৃহীত ঋণ প্রভৃতি স্বল্পমেয়াদী ঋণের অন্তর্ভুক্ত। **ভাসমান ঋণের** ক্ষেত্রে কোন সময়গত বাধ্যবাধকতা নেই, তবে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে এসব ঋণের অংশ বিশেষ পরিশোধযোগ্য। স্থায়ী বা **দীর্ঘমেয়াদী ঋণ** এক বছরের অধিক সময় পরে পরিপক্কতা (maturity) অর্জন করে। কোন কোন দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে পরিশোধের কোন সময়সীমা থাকে না। শুধুমাত্র ঋণের সুদ প্রদান করে গেলেই চলে।

ব্যক্তিগত ঋণ ও সরকারী ঋণ: ব্যক্তিগত ঋণ ও সরকারী ঋণের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দুই-ই রয়েছে। ব্যক্তিগত ঋণের মতো সরকারী ঋণও ভোগ অথবা বিনিয়োগ ব্যয়ের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ উভয় প্রকার ঋণের জন্য সুদ প্রদান করতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত ও সরকারী ঋণের পার্থক্যসমূহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ সরকার অভ্যন্তরীণভাবে অর্থাৎ জনগণ ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, সরকার নিজের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু একজন ব্যক্তি নিজের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সরকার প্রাতিষ্ঠানিক আয়, সঞ্চিত সম্পদ

অথবা নতুন ঋণ গ্রহণ এবং নোট ছাপিয়ে পুরোনো ঋণ পরিশোধ করতে পারে। ব্যক্তি বিশেষ প্রথমোক্ত তিনটি উপায়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারলেও নোট ছাপানোর ক্ষমতা রাখে না। তৃতীয়তঃ সরকারী ঋণ অর্থনীতির বিভিন্ন দিকের উপর প্রভাব ফেলে। সরকারী ঋণ ও এর ব্যবহারের ফলে আয়-বন্টন, মূলধন সঞ্চয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য, নিয়োগ প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তিগত ঋণ উল্লেখিত বিষয়সমুহকে প্রভাবিত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

সরকারী ঋণের প্রয়োজনীয়তা

সরকার মূলতঃ নিম্নলিখিত কারণে ঋণ গ্রহণ করে থাকে -

রাজস্বের ঘাটতি: সরকারের রাজস্ব আয় এবং ব্যয় একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত সরকারও একটি সত্তা (entity)। এর আয় ও ব্যয় দুটো দিক থাকবেই। এটা সহজেই অনুমেয় যে, প্রতিবছর সরকারের রাজস্ব আয় রাজস্ব ব্যয় অপেক্ষা বেশী অথবা সমান হবে না। সরকারের রাজস্ব ব্যয় রাজস্ব আয় অপেক্ষা বেশী হলে সরকারকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়।

জরুরী পরিস্থিতির মোকাবেলা: যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি পরিস্থিতিতে সরকারকে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়। রাতারাতি কর বাড়িয়ে বা অন্যান্য উৎস থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্যও নয়। এ অবস্থায় সরকার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী: একটি দেশের সরকার শুধু প্রশাসনিক কাজ এবং আইন-শৃংখলা রক্ষা কাজে নিয়োজিত থাকে না। জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধণের উদ্দেশ্যে সরকারকে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, পাঠাগার, পার্ক, রাস্তাঘাট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা বা নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় যা বেসরকারী উদ্যোগে সম্ভবপর নয়। শুধুমাত্র রাজস্ব আয় থেকে এ সমস্ত প্রকল্পের ব্যয়-নির্বাহ করা কঠিন। তাই সরকারেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

উন্নয়নমূলক কাজ: অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। বস্তুতঃ অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন বহুলাংশে সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকার উপর নির্ভরশীল। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। এসব পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ করের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই সরকার বাধ্য হয়ে দেশী-বিদেশী উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

মন্দা-পরিস্থিতির মোকাবেলা: অর্থনৈতিক মন্দার সময় বেসরকারী খাতে নিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। অর্থনীতিতে নিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ পরিস্থিতিতে কর বাড়িয়ে অর্থ-সংস্থান করা সম্ভব নয়। কারণ, কর বাড়লে ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারযোগ্য আয় হ্রাস পায় যার ফলে সঞ্চয়ও হ্রাস পায়। সুতরাং কর বাড়ানোর ফলে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান দুই-ই হ্রাস পায়। এমতাবস্থায়, সরকার কর না বাড়িয়ে ঋণের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতি রোধ: সরকার মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার উদ্দেশ্যে অনেক সময় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করলে অর্থের প্রচলিত পরিমাণ (money in circulation) হ্রাস পায়। অন্যভাবে বলা যায়, এতে জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে সামগ্রিক চাহিদা এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়।

অনুশীলন

নিচের কোন্‌টি জনকল্যাণমূলক কাজ নয়: পাঠাগার নির্মাণ, হাসপাতাল তৈরি, পার্ক তৈরি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

ঘাটতি-ব্যয় নির্বাহ (Deficit Financing)

ঘাটতি ব্যয়ের ধারণা

বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবা ক্রয়ের জন্য সরকারের ব্যয় এবং হস্তান্তর প্রদানের যোগফল কর এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়ের চেয়ে বেশী হলে তাকে ঘাটতি ব্যয় বলে। বলা বাহুল্য, সরকার ঋণের মাধ্যমে ঘাটতি ব্যয় নির্বাহ করে থাকে।

ঘাটতি ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা

একটি অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে ঘাটতি-ব্যয় গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে একটি অর্থনীতি বর্ধমান হারে আর্থিকায়নের আওতায় আসে। অর্থনীতিবিদদের মতে, এ পরিস্থিতিতে একটি অর্থনীতিতে অর্থের যোগান একটি সুনির্দিষ্ট হারে বাড়িয়ে যাওয়া উচিত। ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে কার্যকরভাবে অর্থের যোগান বাড়ানো যায়। দ্বিতীয়তঃ দেশের মূলধন গঠনে সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঘাটতি ব্যয় ব্যতীত মূলধন গঠন অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। এটা ঠিক যে, সরকার অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে উৎপাদনশীল সম্পদ সরিয়ে এনে অবকাঠামো নির্মাণ এবং মৌলিক শিল্প কারখানা স্থাপন করতে পারে। কিন্তু এতে অন্যান্য ক্ষেত্রে সামগ্রিক উৎপাদন ব্যাহত হবে। সরকারের পক্ষে করারোপ করেও অবকাঠামো এবং মৌলিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্ভব নয়। সুতরাং ঘাটতি-ব্যয় ছাড়া সরকারের নিকট অন্য কোন পথ খোলা থাকে না।

ঘাটতি ব্যয়ের ফলাফল

ঘাটতি ব্যয় ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী দুই-ই হতে পারে। একটি দেশ যদি এক বা দুই বছরের জন্য বাজেট-ঘাটতির সম্মুখীন হয় তাহলে দ্রব্যমূল্য স্থায়ীভাবে বাড়ে। বাজেট-ঘাটতি যদি একটি দীর্ঘকালীন প্রাক্রিয়া হয় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি স্থায়ীভাবে বাড়ে। পরিশেষে, কর হার যদি প্রগতিশীল হয় তবে বাজেট ঘাটতি প্রকৃত অর্থে হ্রাস পায়। নিচে এ বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

প্রথমত: ধরা যাক্, বাজেট ঘাটতি স্বল্পকালীন (মনে করি, ১ বছরের) এবং সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ঘাটতি-ব্যয় নির্বাহ করে। আমরা জানি, সরকারী ব্যয় বাড়ার সাথে সাথে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে এবং স্বল্পকালে যেহেতু সামগ্রিক যোগান স্থির, সেহেতু সরকারী ব্যয় বাড়ার সাথে সাথে দ্রব্যমূল্যও বাড়ে। এখন পরবর্তী বছর যদি সরকারী ব্যয় পূর্বের স্তরে নেমে আসে তাহলে দ্রব্যমূল্য পূর্বের স্তরে নেমে আসবে। কিন্তু ঘাটতি-ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারী ব্যয় সমাধা করলে দ্রব্যমূল্য পূর্বের স্তরে নেমে আসবে না। এর কারণ হচ্ছে, ঘাটতি ব্যয়ের সাথে সাথে অর্থের যোগান তথা জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা স্থায়ীভাবে বাড়ে যার প্রভাব সরকারী ব্যয় পূর্ববর্তী স্তরে নেমে আসার পরও বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সরকারী ব্যয় কমার সাথে সাথে দ্রব্যমূল্য পূর্ববর্তী স্তরে নেমে না এসে স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায়। নিচে চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হলো। চিত্রে AS হচ্ছে পূর্ণনিয়োগ স্তরের সামগ্রিক যোগান। AD_0 প্রাথমিক সামগ্রিক চাহিদা রেখা। P_0 প্রাথমিক দামস্তর।

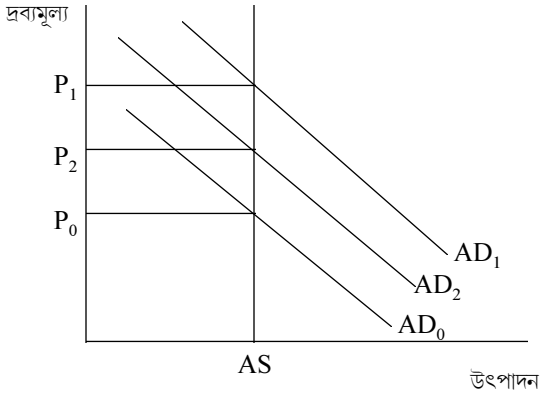

চিত্র ৯.৫: ঘাটতি ব্যয় ও দ্রব্যমূল্য

মনে করি, সরকারী ব্যয় ও ঘাটতি ব্যয়ের যৌথ প্রভাবে সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে AD_1 হয়। এতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে P_1 হয়। এক বছর পর সরকারী ব্যয় পূর্ববর্তী স্তরে নেমে আসে। কিন্তু ঘাটতি ব্যয়ের ফলে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিক চাহিদা পূর্ববর্তী স্তরে নেমে আসে না বরং AD_2 স্তরে এসে স্থায়ী হয়। সুতরাং দ্রব্যমূল্য স্থায়ীভাবে বেড়ে P_2 হয়।

দ্বিতীয়ত: মনে করি, বাজেট ঘাটতি একটি দীর্ঘকালীন বিষয়। অর্থাৎ সরকার প্রতিবছর ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারী ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। উপরের আলোচনা থেকে এটা সহজে অনুমেয় যে, এক্ষেত্রে প্রতিবছর দামস্তর বাড়বে। অন্যকথায়, স্থায়ী ঘাটতি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি স্থায়ীভাবে বাড়বে। তবে, দীর্ঘকালে যেহেতু সামগ্রিক যোগানও বাড়ানো সম্ভব সেহেতু ক্ষণস্থায়ী ঘাটতি ব্যয়ের মতো এক্ষেত্রে দামস্তরের বৃদ্ধি প্রতি বছর তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে।

তৃতীয়ত: ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। কর হার যদি প্রগতিশীল হয় তবে আয় বাড়ার সাথে সাথে কর হারও বাড়ে অর্থাৎ, যে হারে আয় বাড়ে তার চেয়ে বেশী হারে কর বাড়ে। এমতাবস্থায়, সরকারী খরচ যদি আর্থিক অর্থে স্থির হয় (fixed in nominal terms) তাহলে প্রকৃত অর্থে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাবে।

অনুশীলন

নিচের কোন্‌ক্ষেত্রে ঘাটতি-ব্যয় বেশী ফলদায়ক: অর্থের যোগান বৃদ্ধি করা, মূলধন গঠন, অবকাঠামো নির্মাণ, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. বাজেট হচ্ছে সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব -সত্য/মিথ্যা

২. মূলধন বাজেটে রাজস্ব আয়ের বিবরণ থাকে -সত্য/মিথ্যা

৩. দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এক বছরের অধিক সময় পরে পরিপক্কতা অর্জন করে -সত্য/মিথ্যা

৪. যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে সরকারকে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয় -সত্য/মিথ্যা

৫. ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায় -সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাজেটের সংজ্ঞা দিন। একটি প্রতিনিধিত্বশীল বাজেটের বিশেষত্ব কী?

২. বাজেটের অর্থনৈতিক ও কার্যগত শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।

৩. সুষম বাজেটের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

৪. সরকারী ঋণ বলতে কী বুঝায়? ব্যক্তিগত ও সরকারী ঋণের মধ্যে কী পার্থক্য?

৫. সরকার কেন ঋণ গ্রহণ করে থাকে?

৬. ঘাটতি ব্যয়ের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৭. ঘাটতি ব্যয়ের ফলাফল আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়ের বিবরণকে
   - ক. উন্নয়ন বাজেট
   - খ. মূলধন বাজেট
   - গ. রাজস্ব বাজেট
   - ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

২. সুষম বাজেট
   - ক. রাজস্ব আয় = ব্যয় হয়
   - খ. রাজস্ব আয়>ব্যয় হয়
   - গ. রাজস্ব আয়<ব্যয় হয়
   - ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. স্বল্পমেয়াদী ঋণ পরিপক্ক হতে সময় লাগে
   - ক. ১ বছর
   - খ. ১ বছরের কম
   - গ. ২ বছর
   - ঘ. ২ বছরের বেশী।

৪. অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করলে
   - ক. অর্থের প্রচলিত পরিমাণ বৃদ্ধি পায়
   - খ. আয়ের প্রচলিত পরিমাণ হ্রাস পায়
   - গ. মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়
   - ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৫. অনুন্নত দেশে ঘাটতি ব্যয়
   - ক. অর্থনীতিতে সংকট সৃষ্টি করে
   - খ. অর্থনীতিতে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে
   - গ. ক ও খ উভয়ই সঠিক
   - ঘ. ক ও খ -এর কোনটিই সঠিক নয়।

সমস্যা

ধরুন, একটি দেশের সরকারের একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে রাজস্ব আয় ২৫৩০ কোটি টাকা এবং রাজস্ব ব্যয় ২১২৫ কোটি টাকা। একই অর্থবছরে সরকার উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১০২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এখন বলুন -

ক. সরকারের রাজস্ব উদ্বৃত্ত আছে কি? যদি থাকে তার পরিমাণ কত?

খ. সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ কত?

গ. সরকার কিভাবে ঘাটতি ব্যয় নির্বাহ করবে?

ঘ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে সরকারকে কোন্ উপায়ে ঘাটতি ব্যয় নির্বাহ করা উচিত?

উত্তরমালা

পাঠ-১

সত্য-মিথ্যা

১. মিথ্যা, ২. সত্য

পাঠ-২

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য, ২. মিথ্যা

পাঠ-৩

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য, ২. মিথ্যা

পাঠ-৪

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. মিথ্যা, ৪. মিথ্যা, ৫. মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ক, ২. খ, ৩. খ, ৪. খ, ৫. ক

পাঠ-৫

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. সত্য, ৪. সত্য, ৫. সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. গ, ২. ক, ৩. খ, ৪. খ, ৫. খ

নমুনা প্রশ্ন

সমষ্টিক অর্থনীতি

কোর্স কোড :

সময়: ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৮০

[ডান পার্শ্বের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক]

ক-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্ন

(যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

মান ৫×১২=৬০

১। জাতীয় আয়ের সরল চক্রাকার প্রবাহটি বিশ্লেষণ করুন। **১২**

২। ভোগ ও ভোগ ব্যয়ের মধ্যে তফাৎ কি? ভোগ কেন সরাসরি পরিমাপযোগ্য নয়? ৬+৭=১২

৩। গুণক কি? গুণক প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন। ৫+৭=১২

৪। বিনিয়োগের প্রান্তিক দক্ষতা পদ্ধতির সাহায্যে কিভাবে প্রকল্পের লাভজনক তা নির্ণয় করা যা? **১২**

৫। ঋণ নিয়ন্ত্রক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? ৬+৬=১২

৬। সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার তিনটি কারণ আলোচনা করুন। **১২**

৭। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। **১২**

৮। স্যামুয়েলসনের পণ্য বিভাজন মডেলটি আলোচনা করুন। **১২**

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

(যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

মান ৪×৫=২০

৯। সমষ্টি অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়সমূহ কি? ৫

১০। সামগ্রিক উৎপাদন অপেক্ষক কি? ৫

১১। স্বয়ম্ভূত ভোগ ও প্ররোচিত ভোগের সংখ্যা লিখুন। ৫

১২। ভারসাম্য বিনিয়োগ স্তর বলতে কি বুঝায়? ৫

১৩। কিভাবে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা যায়? ৫

১৪। সামগ্রিক যোগান বলতে কি বুঝায়? ৫

১৫। লেনদেন ভারসাম্যের সংজ্ঞা দিন। ৫

১৬। একটি প্রতিনিধিত্বশীল বাজেটের বিশেষত্ব কি? ৫